পবিত্র ইঞ্জিল শরিফ ৬ নম্বর ছিপারা

আল-রোমান

পরিচিতি

আহ্‌মানি কিতাব পবিত্র ইঞ্জিল শরিফর পয়লা হিস্যা মানি, পয়লা পাচ ছিপারার মাজে হজরত ইছা আল-মসীর জনম, তান কাম-কাজ, তালিম, তান মউত, মউতর বাদর জিন্দেগির বয়ানি। তান সাহাবি অকলর কাম-কাজ, আর হউ জমানার জমাত অকলর কিছু ইতিহাস।

আর ইঞ্জিল শরিফর দুছরা হিস্যা অইলো, চিঠির আকারে লেখা বাদর ২১ ছিপারা। অখনাইন পড়লে আমরা বুজতাম পারমু, হউ আমলর ইছায়ী জমাত অকলর হাল-হকিকত, চাল-চলন, তারার ইমান আর দুনিয়াবি আচার-বেবহার কিলাখান আছিল। অউ আল-রোমান ছিপারা অইলো, ই হিস্যার হকল পয়লা ছিপারা, ইখান বউত মুল্যবান।

অউ ছিপারার লেখক হজরত ইছা আল-মসীর সাহাবি হজরত পাউলুছ (রা:)। হজরত ইছায় দুনিয়া থাকি বেহেস্তো তশরিফ নেওয়ার অনুমান ২৫ বছর বাদে অউ ছিপারা লেখছইন। ইখান লেখার আগে তাইন কুনুদিন রোম টাউনো গেছইন না। অখন তান খিয়াল অইলো, নানান দেশো তবলিগ করি করি, রোম টাউনো যাইতা, বাদে অন থাকি স্পেন দেশো যাইবা। এরলাগি রোম টাউনর ইছায়ী উম্মত অকলরে তান সফরর কথা জানাইরা। এরলগে বউত জরুরি তালিম আর নছিয়ত জানাইরা।

ই ছিপারার ১-৮ রুকুর মাজে তান তালিমর খুব গুরুত্বপূর্ণ নছিয়ত আছে, খাছ করি হজরত ইছার উপরে ইমান আনলে মানুষ কেমনে আল্লার দরবারো বে-কছুর খালাছ হিসাবে গইন্য অয়, আর আল্লার দেওয়া পাক রুহ পাইয়া হারি কিলা পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটায়, যেলা ১:১৭ আয়াতো লেখা আছে, “ইমানর বলেউ বে-কছুর খালাছ অওয়া জনর জান বাচিবো।”

আল-রোমান পরিচিতি

৯-১১ রুকুত লেখা আছে, হজরত মুছার (আ:) শরিয়তর হুকুম-আহকাম পুরাপুর মানতে অপারগ অওয়ায় বনি ইসরাইল জাতি আল্লার নাফরমান বনিগেছে, আর অউ শরিয়তর উপরে ভরসা করায় তারা হজরত ইছার খুশ-খবরিরেও এলামি করছে। আসলে অউ খুশ-খবরির উপরে ইমান আনলেউ হেশ-মেশ তারার জান বাচিব।

বাদে ১২-১৬ রুকুত আছে, আল্লার দরবারো কবুল কুরবানি হিসাবে কিলা নিজরে সপি দেওয়া যায়, আর জমাতর মানষর লাগি বাস্তব জিন্দেগির চাল-চলনর তালিম, দেশর রাজা বা সরকারর লগে মুমিন অকলর সম্পর্ক কিলাখান অইবো, অতা নানান বেয়াপারে যুক্তি-তর্কর নমুনায় অউ ছিপারা লেখা অইছে।

এরমাজে আছে,

- (ক) আল্লার দরবারো মানুষ কিলা বে-কছুর খালাছ অইন১-৮ রুকু
(খ) শরিয়তে অপারগ অইলেও বনি ইসরাইলর হেশ রক্ষা ইমানে ৯-১১ রুকু
(গ) ইছায়ী মুমিন অকলর চাল-চলন ১২-১৬ রুকু

আল্লার দরবারো মানুষ কিলা বে-কছুর খালাছ আইন
(১:১-৮:৩৯)

মানষর জান বাচানির খুশ-খবরি

আমি পাউলুছ তো হজরত ইছা আল-মসীর গুলাম। রোমান বাদশাইর রাজধানি রোম টাউনর মুমিন অকলর গেছে অউ ছহিফা খান লেখরাম। আল্লা পাকে আমারে পছন্দ করিয়া আনছইন আল-মসীর সাহাবি অওয়ার লাগি আর তান বাতাইল খুশ-খবরি তবলিগ করার লাগি। ১ আল্লায় তান নবী অকলর মাজদি পাক কিতাবর মাজে অউ খুশ-খবরির কথা আগেউ ওয়াদা করছইন। ২-৪ অউ খুশ-খবরি অইলো তান খাছ মায়ার জন ইছা আল-মসীর বেয়াপারে। তাইনউ আমরার মালিক। রক্ত-মাংসর ছিলছিলায় তাইন অইলা হজরত দাউদ নবীর আওলাদ, আর আল্লাই পাক রুহুর কুদরতিয়ে মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া ইবনুল্লা হিসাবে জাইর অইছইন। ৫ তান নাম উজিলা করার লাগি, তান মাজদিউ আমরা আল্লার নিয়ামত আর সাহাবি পদ পাইছি, যাতে হকল জাতির মানষে ইমান আনিয়া আল্লার বাইখ্য অইয়া চলে। ৬ অউ মানষর মাজে তুমরাও আছো। আল্লায় তো তুমরারে দাওত করিয়া আনছইন, ইছা আল-মসীর আপন জন অওয়ার লাগি।

৭ তে অউ রোম টাউনো আল্লার যতো মায়ার বন্দা অকল আছইন, আল্লায় তান পাক বন্দা অওয়ার লাগি যেরারে দাওত করিয়া আনছইন, তুমরা হকলর গেছে আমি অউ চিঠি খান লেখরাম। আমরার গাইবি বাফ আল্লা পাক আর হজরত ইছা আল-মসীয়ে তুমরারে রহমত আর শান্তি দান করউক্লা।

৮ আমি পয়লাউ কইরাম, তুমরার মজবুত ইমানর কথা আস্তা দুনিয়াইর মাজে রটিগেছে করি, আমি ইছা আল-মসীর নামে আমার আল্লার শুকরিয়া আদায় কররাম। ৯ আল্লার খাছ মায়ার জন ইবনুল্লার বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করিয়া, আমি দিলে-জানে আল্লার এবাদত কররাম। এক আল্লাউ সাক্ফি আছইন, আমি পরতেক বার মুনাজাতর সময় তুমরার কথা ইয়াদ করি। ১০ আমি হামেশা অউ কথা মাগিরাম, অতদিন বাদে অইলেও আল্লার

মর্জিয়ে যেকুনু মন্তে আমি যানু তুমরার গেছে আইতাম পারি। ১১ আমি তুমরার লগে দেখা করতাম চাইরাম, যাতে রুহানি কুনু নিয়ামত দিয়া তুমরারে বলবান করতাম পারি। ১২ মানি, আমার ইমান দেখিয়া তুমরা হকলে আর তুমরার ইমান দেখিয়া আমি নিজেও উৎসাহ পাই।

১৩ ও ভাইয়াইন হুনো, আমি বউত বার তুমরার গেছে আইতাম চাইছি, অইলে বার বার বাধা আইছে। নানান জাগাত গিয়া ভিন জাতির গেছে তবলিগ করিয়া যেলা ফল পাইছি, তুমরার গেছেও অলা ফল দেখার আশায় আইতাম চাইরাম। ১৪ ভদ্র ইউনানি জাতি বা অভদ্র বর্বর জাতি, শিক্ষিত বা অশিক্ষিত, হকলর লাগিউ তো আমার এক হমান দায়-ভার আছে। ১৫ এরলাগি তুমরা যেরা রোম টাউনো বসত কররায়, আমি আমার সাইধ্য মাফিক তুমরার গেছেও খুশ-খবরি তবলিগ করার লাগি খিয়ালি।

১৬ কারন হজরত ইছা আল-মসীর বেয়াপারে খুশ-খবরি তবলিগ করতে আমি কুনু শরম মনো করি না, অউ খুশ-খবরি হুনিয়া যেরা ইমান আনে, তারার জান বাচানির লাগি ইটা অইলো আল্লাই বল। পয়লা বনি ইসরাইলর লাগি যেরা এক আল্লা মানইন, বাদে বে-দীন ভিন জাতি অকলর লাগি। ১৭ অউ খুশ-খবরির মাজেউ তো বাতাইল অইছে, আল্লায় কিলা মানষরে বে-কছুর খালাছ হিসাবে কবুল করইন। খালি ইমানর মাজদিউ মানষরে আউয়াল থাকি আখের পর্যন্ত বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অয়। যেলা কিতাবো লেখা আছে, “ইমানর বলেউ বে-কছুর খালাছ অওয়া জনর জান বাচিবো।”

হকল মানুশউ নাফরমান

১৮ মানষে নিজর নাফরমানি দিয়া আল্লাই হকরে লুকাইয়া রাখে। তারার নাফরমানি আর আল্লার বায় ডর-খফ না থাকায় আছমান থাকি তারার উপরে গজব নাজিল অয়। ১৯ আল্লার বেয়াপারে যতখান বুজার তাক্কত আছে ইতা মানষর গেছে পরিস্কার, আল্লায় নিজেউ তো ইতা জাইর করছইন। ২০ তান যেতা গুনাগুন মানষর আ-দেখা, মানি তান চিরকালিন খেমতা আর আল্লাই স্বভাব, ইতা দুনিয়া পয়দা অওয়ার আগ থাকিউ পরিস্কার ফুটিয়া উঠছে। তান পয়দা করা জিনিস দেখলেউ মানষে ইতা

বুজতো পারে। এরলাগিউ তানরে চিনিনা কইয়া কুন্ মানষে ভানা দেখানির উপায় নাই। ২১ আল্লার বেয়াপারে অতোতা জানার বাদেও মানষে তানরে আল্লা ভাবিয়া তান এবাদত-বন্দেগি আর শুকুর-গুজারি না করায়, তারার বিচার-বিবেক অসার অইগেছে আর বেআখল মন আন্দাইর অইগেছে।

২২ যদিও তারা নিজরে আখলদার মনো করইন, আসলে তারা বেআখল। ২৩ তারা চিরকালিন জিন্দা আল্লার এবাদত বাদ দিয়া অস্থায়ী মানুষ, পশু-পাখি, আর বুকো চলরা জানদারর মূর্তি বানাইয়া অতার পুজা করছে, আল্লার পাওনা গৌরব-মহিমা অতারে দিছে।

২৪ এরলাগি আল্লা পাকেও তারার দিলর বদ খাইশ মাফিক, তারারে নফরতি কামর আতো ছাড়ি দিছইন, অতার দায় তারা একে-অইন্যর লগে বদমাইশি-বেইজ্জতি করে। ২৫ তারা আল্লার হকরে বাদ দিয়া মিছারে পছন্দ করছে। পয়দা কররা আল্লারে বাদ দিয়া, তান পয়দা করা জিনিসর পুজা করছে। অইলে যুগে যুগে চিরকাল হকল তারিফ একমাত্র পয়দা কররা আল্লারউ। আমিন।

২৬ মানষে অলাখান নফরতি কাম করে দেখিয়া, আল্লায়ও তারারে অউ বদ খাইশর আতো সফি দিছইন। অতার বেটিস্তেও জামাইর লগে মিলা-মিশা বাদ দিয়া অইন্য বেটিস্তর লগে খবিছি কাম করছে। ২৭ অউলা বেটাইস্তেও বেটিস্তর লগে মিলা-মিশা বাদ দিয়া অইন্য বেটার লগে মিলা-মিশার লাগি পাগল অইগেছে, বেটাইস্তে বেটাইস্তর লগে খবিছি কাম করছে। এরলাগি তারা পরতেকর জিন্দেগিত যারযির বদ কামর সাজা পাইরা। ২৮ মানষে তার দিল থাকি আল্লা পাকরে মানের না দেখিয়া, আল্লায়ও তারারে অলা বদ খাইশর খবিছি দিলর আতো ছাড়ি দিছইন, এরলাগি তারা অতা করা ত রয়। ২৯ তারা হকল নমুনার নাফরমানি, বদ কাম, লোভ-লালছ, ইংসা-নিন্দা, খুন-খারাপি, মারা-মারি, ছল-চতুরি আর কানা-কানি করার লাগি উস্তাদ। ৩০ তারা মানষর গিবত গায়, আর আল্লারে ঘিন্নায়। তারা বদ-মিজাজি, অহংকারি, বড়াই-বেটাগিরি আর নয়া নয়া নাফরমানির ধান্দায় থাকে। তারা মা-বাবুও অবাইধ্য। ৩১ নেকি-বদি বুজার আখল নাই, ওয়াদা খেলাফ কারি, পাষান, ইতার দিলো কুন্ দয়া-মায় নাই। ৩২ তারা তো আল্লার ই বিচারর কথা ভালা করিউ জানে, যেরা ইলাখান কাম করে, তারার সাজা অইবো মউত। ইখান জানিয়াও, তারা খালি নিজে ইতা করে না, বাকি যেরা ইলা কাম করে, তারার পক্ষেও সায় দেয়।

মানুষর গুনার বিচার

২ এরলাগিউ কইরাম, ও মানুষ জাতি, তুমি তো অইন্য জনরে দুষি সাইবস্তো কররায়, ইতা বিচার তুমি হিকলায় কিলা? তুমার জুয়াপ দিবার কুনু পথ আছে নি? কারন তুমি নিজে যে অপরাধ কররায়, অউ একই অপরাধে তুমি আরক জনরে দুষি কইরায়। তে ই দুষ তুমার উপরেও পড়ের না নি? ২ আমরা তো জানি, যেরা ইলাখান অপরাধ করে, আল্লায় হক ইনছাফ মাফিক তারার পাওনা সাজা দিবা। ৩ ও মানুষ জাতি, যে কাম তুমি নিজেও করো, অউ একই কামর লাগি তুমি আরক জনরে দুষি সাইবস্তো করো, তে কেমনে বুজলায়, তুমি আল্লার সাজা থাকি রেহাই পাইলিবায? ৪ তুমি তো আল্লা পাকর অশেষ মেহেরবানি, তান ধৈর্য-শক্তি আর ছবরগারিরে এলামি কররায়। তান মেহেরবানিয়ে তুমারে খালি তৌবা কররার পথে টানিয়া নেয়, ইখান ফাউরিলিছো নি?

৫ অইলে তুমার পাষান দিল আর তৌবা না কররার মনোভাবর লাগি, তুমার উপরে আল্লার গজব দলা করি থইরায়, আল্লায় যেদিন গজব জাইর করবা, হক বিচার করবা, হউ দিনর লাগি সাজা দলা কররায়। ৬ তাইন পরতেক মানষরে যারযির কামর ফল দিবা। ৭ যেরা ধৈর্য ধরিয়া নেক কামর মাজদি আল্লাই তারিফ, ইজ্জত, আর ক্ষয়হীন জিন্দেগি তালাশ করে, আল্লায় তারারেউ আখেরি জিন্দেগি দান করবা। ৮ অইলে যেরা নিজর খাইশর বশে চলে, আল্লাই হকর বিরুদ্ধে রয়, নাফরমানির পক্ষে থাকে, তারার উপরে আল্লাই দুখ-মছিবত, গজব আর লান্নত আইবো। ৯ পরতেক নাফরমানর উপরে ইতা আইবো, পয়লা বনি ইসরাইলর উপরে, বাদে ভিন জাতির উপরে। ১০ অইলে যেরা নেক কাম করে, তারা পরতেকে তারিফ, ইজ্জত আর শান্তি পাইবো। পয়লা বনি ইসরাইলে বাদে ভিন জাতিয়ে পাইবা। ১১ আল্লার দরবারো তো পক্ষপাতির কুনু কারবার নাই, হকলউ হমান।

১২ শরিয়তর বাইরে রইয়া যেতা মানষে গুনা করছে, তারা বিনাশও অইবা শরিয়ত ছাড়া, আর শরিয়তর ভিতরে রইয়া যেরা গুনা করে, অউ শরিয়ত মাফিকউ তারার বিচার অইবো। ১৩ যেতা মানষে শরিয়তর বয়ান খালি হুনে, আল্লার নজরো তো তারা বে-কছুর নায়, অইলে যেরা শরিয়ত আমল করে, তারাউ খালি বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য অইবা। ১৪ ভিন

জাতি অকলে আল্লাই কুনু শরিয়ত না পাইলেও, তারা যেবলা এমনেউ শরিয়ত মাফিক চলইন, অউ সময় তারার বিবেকউ শরিয়ত বনিযায়। ১৫ এতে দেখা যায়, শরিয়ত মাফিক যেতা করা জরুর, ইতা তারার দিলর বিবেকর মাজে লেখা আছে। তারার বিবেকে তারার কামর সাক্ষি দেয়, কুনু কুনু সময় তারার বিবেকে তারারে দুষি সাইবস্তো করে, আর কুনু কুনু সময় তারার পক্ষেও সায় দেয়। ১৬ তে আল্লায় যেদিন ইছা আল-মসীর মাজদি হকল মানষর লুকাইল আমলর বিচার করবা, হউ দিনউ ইতা জাইর অইবো। আর আমি অখন যে খুশ-খবরি তবলিগ করিয়ার, অউ মাফিকউ বিচার অইবো।

বনি ইসরাইল আর শরিয়ত

১৭ তুমি যেবলা নিজর পরিচয় দিরায়ে বনি ইসরাইল কইয়া, তুমি হজরত মুছার শরিয়তর উপরে ভরসা কররায় আর আল্লার মায়াব বন্দা কইয়া বড়াই দেখাইরায়। ১৮ তে আল্লায় তুমার গেছ থাকি কিতা আশা করইন, তুমি কিতা করতায়, ইখান তো তুমি জানোউ, শরিয়ত থাকি তুমি ইতার তালিম পাইছো। ১৯ তুমি মনে মনে কইরায়, আমি তো আন্দারে পথ দেখাইরায়, আন্দারিত যেতা আছইন, ইতার গেছে আমি নুরর রুশনি। ২০ বেআখলরে হেদায়ত করিয়ার, হুরুতাইনরে তালিম দিয়ার। তুমি বুজরায়, শরিয়তর ভিতরে হক আর আখল-বুদ্ধি আছে। ২১ ইতা খুব ভাল কথা, অইলে তুমি যেবলা অইন্য মানষরে হিকাইরায়, তে নিজেও ইতা হিকো না কেনে? তুমি মানষরে কইরায়, চুরি করিও না, অইলে তুমি নিজেউ চুরি কররায় না নি? ২২ মানষরে কইরায়, জিনা করিও না, অইলে তুমি নিজে কুনু জিনা কররায় না নি? তুমি তো দেব-দেবীর মূর্তিরে ঘিন্নাইরায়, হিরবার নিজেউ মূর্তির মন্দিররে লুট-তরাজ কররায় না নি? ২৩ যে শরিয়ত লইয়া তুমি বড়াই কররায়, ই শরিয়তর উল্টা চলিয়া তুমি নিজেউ আল্লারে অসম্মান কররায় না নি? ২৪ আল্লার কালামো আছে, “তুমার চাল-চলন দেখিয়া ভিন জাতি অকলে আল্লার নামরে বেইজ্জত করেৱা।”

২৫ হুনো, তুমি যদি শরিয়ত মানিয়া চলো, তে মছলমানি কাম করানির দাম আছে, আর শরিয়ত মাফিক না চললে, মছলমানি কাম করাইলেও যেতা, না করাইলেও অতা। আল্লার নজরো তুমি মছলমানি না করাইল

বে-দীনর লাখান। ২৬ অখন মছলমানি না করাইয়াও যুদি কেউ শরিয়ত মানিয়া চলে, তে আল্লায় তারে মছলমানি করাইল কইয়া সমজিতা নায় নি? ২৭ আর মছলমানি না করাইল মানষে যেবলা শরিয়ত মানিয়া চলে, তে লিখিত শরিয়ত পাইয়া আর মছলমানি করাইয়াও যুদি তুমি এর উল্টা চলো, তাইলে হউ মছলমানি না করাইল বেটায় তুমারে দুষিতো নায় নি?

২৮ বিষয়টা বুজরায় নি? খালি নামে বনি ইসরাইল অইলেউ কেউ আসল বনি ইসরাইল নায়। শরিলর অংগ কাটিয়া মছলমানি করাইলেও তো, আসল মছলমানি অয় না। ২৯ অইলে মন থাকি যেরা বনি ইসরাইল, তারাউ আসল বনি ইসরাইল। ইতা কনু লিখিত আইন কানুনর বেয়াপার নায়, দিলর ভিতরর রুহানি বেয়াপার। দিলর মছলমানিউ অইলো আসল মছলমানি। জগতর মানষে এরার তারিফ না করলেও, আল্লায় তারিফ করইন।

৩০ তে ইলাখান বেয়াপার অইলে, বনি ইসরাইল অওয়ায় বাড়তি কনু লাভ আছে নি? মছলমানি কাম করানিত কনু ফায়দা আছে নি? ৩১ নিচ্চয় আছে। বউত নমুনার ফায়দা আছে। পয়লা ফায়দা: আল্লা পাকে তান হক্কল কালাম নাজিল করছইন বনি ইসরাইলর গেছে। ৩২ অবইশ্য তারার কনু কনু জনে বেইমানি করছে, এতে কিতা অইছে? তারা বেইমানি করলেও আল্লা পাকে কনু তারার লাখান বেইমানি করবা নি? ৩৩ নাউজুবিল্লা! হক্কল মানষে মিছা মাতলেও আল্লা তো হামেশা হক থাকইন। পবিত্র জবুর শরিফো আছে:

এরবাদেও পরমান মিলবো তুমার জবান সঠিক,
তুমার পক্ষে রায় যাইবো।

৩৪ দুনিয়াবি মানষে কইতো পারে, আমরার না-হক কামে যেবলা আরো পরিষ্কার বুজা যায় আল্লা পাক কতো হক, তে আমরার না-হকে তান গৌরব অওয়ার বাদেও তাইন আমরারে সাজা দিলে ইতা তান অইন্যায়? নাউজুবিল্লা। ৩৫ আল্লায় যুদি হক ইনছাফ না করইন, তে তাইন কিলা আস্তা জগতর বিচার করবা? ৩৬ তারা কইন, “আমার মিছা মাতর মাজদিউ বুজা যায়, আল্লা পাক হক ইনছাফকারি। আর আমার মিছা মাতে যেবলা আল্লার গৌরব-তারিফ অয়, তে তাইন আমারে গুনাগার সাইবস্তো করইন কেনে?” ৩৭ ইখান খুব সুন্দর যুক্তি।

এরলাগি আমরা কইতাম নি, “আও, আমরা নাফরমানি করাত রই, যাতে অউ নাফরমানির মাজদি ভালা ফল মিলে?” কুনু কুনু মানষে আমার বদনাম গাইয়া কইন, আমরাও বুলে অলা তালিম দেই। ইতায় তারার পাওনা সাজা পাইবা।

আল্লার দরবারো হকল মানুষউ দুধি

১৫ অখন আমরা কিতা কইতাম? বনি ইসরাইল হিসাবে আমার হালত কিতা ভিন জাতি থাকি ভালা নি? নিচ্চয় না। আগেউ আমরা কইছি, বনি ইসরাইল আর ভিন জাতি হকলউ গুন্য গুলাম। ১৬ আল্লার কালামো আছে,

বে-কছুর বলতে কেউ নাই, একজনও নাই;

১৫ আখলদার একজনও নাই,
কেউ আল্লার তালাশ করে না।

১৬ হকল মানুষ বে-পথি অইগেছে,
হকল একলগে নাফরমান অইগেছে,
নেক কাম করে ইলা কেউ নাই, একজনও নাই।

১৭ তারার মুখ তো পচা লাশর খুলা কয়বরর লাখান,
তারার জিবে ছল-চতুরি মাতে,
আর ঠোটর তলে আছে, হাফর বিষ।

১৮ তারার গলার মাজে বদদোয়া আর তিন্তা মাত-কথায় ভরা,

১৯ খুন-খারাপির লাগি তারার পাও আগুয়াইল,

২০ তারার পথো খালি বিনাশ আর আহাজারি।

২১ শান্তির পথ তারা চিনে না,

২২ তারার দিল থাকি আল্লার ডর-খফ হরিগেছে।

২৩ আমরা জানি, হজরত মুছার শরিয়ত তারার লাগিউ, যেরার গেছে অউ শরিয়ত দেওয়া অইছে। যাতে খালি ভিন জাতি নায়, শরিয়ত পাওরা বনি ইসরাইলও, মানি আস্তা জগতর কেউ কুস্তা মাতিবার সুযোগ নাই, সবউ আল্লার বিচারর দাড়ে পড়ে। ২৪ কারন শরিয়ত আমল করলেউ, আল্লায় মানষরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করিলিবা, ইলা কুস্তা নায়। অইলে শরিয়তর মাজদিউ মানুষ গুন্য বেয়াপারে হুশিয়ার অয়।

মানুষ কীলা বে-কছুর হিসাবে গইন্য অইন

২১ অখন তো আল্লা পাকে পথ বাতাই দিছইন, শরিয়ত ছাড়াও তাইন কীলা মানষরে বে-কছুর খালাছ হিসাবে গইন্য করইন। আগে তাইন তৌরাত শরিফ আর নবী অকলর কিতাবো অউ বেয়াপারে ইশারা দিছইন। ২২ অউ পথ অইলো, হজরত ইছা আল-মসীর উপরে যেরা ইমান আনে, অউ ইমানর মাজদিউ আল্লায় তারারে বে-কছুর কইয়া গইন্য করইন। ই বেয়াপারে বনি ইসরাইল অউক বা ভিন জাতি অউক হকলউ এক হমান। ২৩ কারন, হকলেউ গুনা করছে, আল্লার শান-তজল্লিত হামানির সামর্থ কেউরর নাই। ২৪ অইলে ইছা আল-মসীয়ে মানষরে গুনার আত থাকি বাচানির বেবস্তা করছইন, তাইন আল্লার রহমতর দান হিসাবে মানষরে বে-কছুর কইয়া গইন্য করার পথ করছইন। ২৫ যেরা তান উপরে ইমান আনে, আল-মসীয়ে তারার লাগি নিজর লউরে কফরার কুরবানি দিয়া আল্লা পাকরে খুশি করছইন। অউ নমুনায়ে আল্লায় দেখাইছইন, যুদিও তান নিজর ছবরগারির লাগি মানষর পুরানা গুনার সাজা দিতে দেরি কররা, তেবউ তাইন হক ইনছাফকারি। ২৬ আর অখন তাইন ইতা দেখাইছইন, যাতে পরমান অয়, তাইন নিজে হক ইনছাফকারি আর যেরা আল-মসীর উপরে ইমান আনইন, তারারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করইন।

২৭ এরবাদেও মানষে বড়াই দেখানির কুস্তা আছে নি? না, কুস্তাউ নাই। কেনে নাই? মানষে শরিয়ত মানে করি তার বড়াই করার কুস্তা নাই নি? না, আসল কথা অইলো, ইমানর মাজে বড়াই করার জাগা নাই। ২৮ আমরা জানি, আল্লায় মানষরে তার ইমানর লাগিউ বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করইন, শরিয়ত মানার লাগি নায়।

২৯ তে আল্লা খালি বনি ইসরাইলর নি, ভিন জাতির লাগিও নায় নি? নিচ্চয়, তাইন ভিন জাতিরও আল্লা। ৩০ কারন আল্লা তো একজনউ। তাইন বনি ইসরাইলরে যেরা ইমানর মাজদি বে-কছুর কইয়া গইন্য করইন, অলা ভিন জাতি অকলরেও করবা। ৩১ অখন কওছাইন, ইমানর লাগি আমরা শরিয়ত বাতিল কররাম নি? না, মোটেউ না! বরং আমরা শরিয়তরে মজবুত করিয়ার।

হজরত ইব্রাহিম (আ:) থাকি তালিম

৪ তে আমরা খান্দানর মুল বাফ হজরত ইব্রাহিমর জিন্দেগির বেয়াপারে কিতা কইতাম? তাইন কিতা পাইলা? ১ শরিয়ত মানার লাগিউ যদি তানরে বে-কছুর কইয়া গনা অয়, তে তাইন নিজর বড়াই দেখাইতা পারইন, অইলে আল্লার দরবারো তো নায়া। ২ কারণ আল্লার কালামো আছে, “ইব্রাহিমে আল্লার উপরে ইমান আনায়, আল্লায় তানরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করলা।” ৩ কামলায় কাম করিয়া যে বেতন পায়, ইকটা কুনা দান নায়া, ইকটা তার পাওনা মজুরি। ৪ অইলে কুনা মানষে যদি নিজর আমলর উপরে ভরসা না করিয়া, খালি তান উপরে ইমান আনে, যেইন গুনাগাররে বে-কছুর কইয়া গইন্য করইন, তে তার ইমানর লাগি হে খালাছ পায়। ৫ আর নিজ আমল ছাড়া আল্লা পাকে যারে বে-কছুর কইয়া গইন্য করছইন, হজরত দাউদেও তারে নেক-কপালি কইছইন। পবিত্র জবুর শরিফো তাইন কইরা,

- ৬ নেক-কপালি তারাউ, যেরার নাফরমানিরে মাফ করা অইছে, মালিক-মউলায় যেরার গুনারে আর হিসাবো ধরতা নায়া।
- ৭ নেক-কপালি হউ জন, যার গুনারে আল্লায় তার আমল-নমা থাকি কাটি দিছইন।

৮ তে নেক-কপালি খালি তারারেউ কওয়া অইছে নি, যেরার মছলমানি কাম করাইল অইছে? মছলমানি না করাইল মানষরেও কওয়া অইছে না নি? অয়, তারারেও নেক-কপালি কওয়া অইছে। কারণ আল্লার কালামো পাইছি, হজরত ইব্রাহিমর ইমানর লাগিউ, আল্লায় তানরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করলা। ৯ কুন সময় করলা? মছলমানি করানির আগে, না বাদে? নিচ্চয়, মছলমানি করানির আগেউ অইছলা। ১০ মছলমানি কাম করানির আগেউ আল্লায় তানরে ইমানর লাগি বে-কছুর কইয়া গইন্য করছলা, আর মছলমানি কাম করানি আছিল এর পরমান বা নিশানা। এ থাকি বুজা যায়, মছলমানি না দিলেও, খালি ইমানর লাগি যেরারে বে-কছুর খালাছ কইয়া ধরা অয়, তারার মুল বাফ অইলা হজরত ইব্রাহিম। ১১ মছলমানি করানির

আগে হজরত ইব্রাহিমর ইমান যেলাখান আছিল, মছলমানি করাইয়া যতো মানষে অউ ইমানে চলে, তারারও মুল বাফ অইলা অউ ইব্রাহিম।

ইমানর বলে আল্লাই ওয়াদা পুরন

আল্লা পাকে ওয়াদা করছলা, হজরত ইব্রাহিম আর তান খান্দানরে ই দুনিয়ার দখলদারি দিবা। শরিয়ত মানার লাগি ই ওয়াদা করা অইছে না, বরং ইব্রাহিমর ইমানর লাগিউ তানরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করিয়া অউ ওয়াদা করছলা। শরিয়ত মানিয়া কেউ যদি দখলদারি পাইলায়, তে তো ইমান বেকামা বনিযায় আর আল্লার ওয়াদারও কুনু দাম রয় না। শরিয়তে তো আল্লার গজব লামায়। আসল কথা অইলো, যেখানো শরিয়ত নাই, ইনো শরিয়ত ভংগর কথাও নাই।

এরলাগি ই ওয়াদা খালি মানষর ইমানর মাজদি পুরা করা অয়, যাতে ইটা আল্লার রহমতর দান হিসাবে রয়। তে ইব্রাহিমর খান্দানর গেছে যে ওয়াদা করা অইছে, ইখান নিচ্চয় পুরা করা অইবো। খালি শরিয়ত মানরা অকলর লাগিউ পুরন করা অইতো নায়, যেরা ইব্রাহিমর ইমানর লগে শরিক, তারার লাগিও ই ওয়াদা পুরা করা অয়। আল্লার কালামো যেলা লেখা আছে, “আমি তুমারে বউত জাতির মুল বাফ বানাইলাম।” অউ হিসাবে আল্লার নজরো ইব্রাহিম অইলা আমরা হকলর মুল বাফ। যেইন মরারে জিন্দেগি দেইন আর যেতা অওয়ার নায়, অতা অওয়াইতা পারইন, হউ আল্লার উপরে তাইন ইমান আনছলা।

অউ ইব্রাহিমে য়েবলা আওলাদ পাওয়ার কুনু আশা করার কথা নায়, হউ সময়ও তাইন আল্লার উপরে ভরসা করিয়া ইমানে মজবুত রইছইন। আল্লায় তানরে কইছলা, “তুমার খান্দানরে আমি আছমানর তেরার লাখান বেহিসাব করমু।” আর অউ কথার উপরে তাইন ইমান আনলা। একশো বছর বয়সর ইব্রাহিমে যদিও বুজছিলো, হুরুতা জনম দেওয়ার খেমতা আর তান নাই, তান বিবি ছায়রারও হুরুতা অওয়ার বয়স শেষ অইগেছে, তেবউ তান ইমান মজবুত আছিল। আল্লার ওয়াদার বেয়াপারে তান মনো কুনু সন্দয় অইছে না, বরং তাইন ইমানে আরো মজবুত অইয়া আল্লার তারিফ করলা। ইব্রাহিমে পুরাপুর একিন করলা, আল্লায় যে ওয়াদা করছইন, ইতা পুরা করার খেমতাও তান আছে। অউ কারনেউ তান ইমানর লাগি

তানরে বে-কছুর কইয়া গইন্য করা অইছিল। ২৩ “বে-কছুর কইয়া গইন্য করা অইছিল,” ইখান খালি ইব্রাহিমর লাগি লেখা অইছে না, ২৪ আমরার লাগিও লেখা অইছে। ইমানর লাগিউ আল্লায় আমরারে বে-কছুর কইয়া গইন্য করবা, কারন যে আল্লায় আমরার মালিক ইছারে মুর্দা থাকি জিন্দা করছলা, আমরা তান উপরেউ ইমান আনছি। ২৫ আমরার গুনার কফরা হিসাবে অউ ইছারে মউতর আতো তুলি দেওয়া অইছিল, আর আমরা বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করার লাগি তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করা অইছিল।

বে-কছুর খালাছ বনিয়া খুশি করা

ইমানর মাজদি আমরা বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অইছে, গতিকে মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় আল্লা পাক আর আমরা মাজে সু-সম্পর্ক বওয়াল অইছে। ২৬ অউ যে রহমতর তলে আমরা আছি, আল-মসীয়ে আমরা ই জাগাত আনিয়া পৌছাইছইন। এরলাগি আল্লার মহিমা পাওয়ার আশায় আমরা মন অখন নিচ্চিত খুশিয়ে ভরি গেছে। ২৭ খালি ইখান নায়, আমরা দুখ-কষ্টর মাজেও খুশি-বাসি কররাম। কারন দুখ-কষ্টয় ছবর আনে, ২৮ ছবরে মেওয়া ফলে, অউ মেওয়ায় আশা-ভরসা আনে, ২৯ আর অউ আশা-ভরসা বেকামা যায় না। কারন আল্লায় আমরা যে পাক রুহ দিছইন, ই পাক রুহে আমরা দিলর মাজে আল্লাই মহব্বত জনায়।

৩০ আমরা তো কমজুর-লাছার আছলাম, সঠিক সময়ে আমরা লাখান গুনাগররে বাচানির লাগি, আল-মসীয়ে নিজর জান কুরবানি দিলা। ৩১ কুন্ পরেজগার মানষর লাগি সাধারনত কেউ জান দিলাইতো চায় না, তা-ও খুব ভালা জনর লাগি আখতা কেউ দিলেও দিলাইতো পারে। ৩২ অইলে আমরা গুনাগার হালতেউ আল-মসীয়ে আমরা লাগি নিজর জান কুরবানি দিছইন। অখান থাকি পরমান মিলে, আল্লায় আমরা কতো মায়া করইন।

৩৩ আর আল-মসীর কুরবানির উছিলায় যেবলা বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য অইছি, তে অখন আল-মসীর মাজদি আমরা আল্লার সাজা থাকিও রেহাই পাইমু, ইটা তো ষোলআনা নিচ্চিত। ৩৪ আমরা আগে আল্লার দুশমন আছলাম, হউ সময় তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লার মউতর উছিলায়, তান

লগে আমরা মিলন অইছে। তে তো আল-মসীর জিন্দা অইয়া উঠার মাজদি অখন আরো বেশি নিচ্চিত, আমরা নাজাত পাইমু। ৫১ খালি ইখান নায়, যার উছিলায় অউ মিলন অইছে, আমরা মালিক অউ ইছা আল-মসীর মাজদি অখন আল্লার নামে খুশি-বাসিও কররাম।

হজরত আদম (আ:) আর আল-মসীর তুলনা

৫২ একজন মানষর মাজদি দুনিয়াইত গুনা আইয়া হামাইছিল, আর অউ গুনার মাজদি মউতও আইছিল। বাদে হকল মানষেউ গুনা করছে, এরলাগি হকলর লাগিউ মউত আইয়া আজিছে। ৫৩ হজরত মুছার শরিয়ত নাজিলর আগেও দুনিয়াইত গুনা আছিল। অইলে শরিয়ত আছিল না গতিকে গুনারে হিসাবো ধরা অইতো না। ৫৪ তা-ও বাবা আদম থাকি মুছা নবীর আমল পর্যন্ত যেরা আদমর লাখান সরাসরি আল্লার হুকুমরে ভাংগিছে না, তারার উপরেও মউতে বেটাগিরি করছে।

তে কনু কনু কারনে বাবা আদমর লগে, বাদে তশরিফ আনা অউ আল-মসীরও মিল আছিল। ৫৫ অইলে বাবা আদমর নাফরমানি আর আল্লার রহমতর দানর মাজে বউত তফাত আছে। হউ একজনর নাফরমানির দায় বউতর লাগি মউত আইলো আর আরক জন, মানি ইছা আল-মসীর মেহেরবানির মাজদি যে রহমতি দান আইলো, আল্লার ই রহমত আরো বউত বেশি বাড়ি গেল। ৫৬ আর একজন মানষর গুনায় যেলা ফল দেখা গেল, আল্লার রহমতর দান তো ইলাখান নায়। খালি একজন মানষর গুনার লাগি বউত মানষরে দুষি সাইবস্তো করা অইছে। অইলে বউত বেশি পরিমানে গুনা করার বাদেও আল্লার অউ রহমতে বউত জনরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অইছে। ৫৭ একজন মানষর গুনার লাগি য়েবলা মউতে আমরা উপরে বেটাগিরি করছে, তে দুছরা আরক জন, মানি ইছা আল-মসীর মাজদি আমরা যেরা আল্লার রহমতে বে-কছুর খালাছ হিসাবে গইন্য অইছি, আমরাও অলা কতো বেশি নিচ্চিত অইয়া আল্লাই জিন্দেগি পাইয়া হকলতার উপরে রাজত্ব করমু।

৫৮ আসল কথা অইলো, একজন মানষর গুনার লাগি যেলা হকল মানষরে দুষি সাইবস্তো করা অইছে, অউলা একটা নেক কামর মাজদি হকল মানষরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য অওয়ার সুযোগ দেওয়া

অইছে। অউ সুযোগর ফল অইলো আখেরি জিন্দেগি। ১৯ যেমন ধরো, একজন মানষর অবাইখ্যতার লাগি বউত মানুষ গুনাগার অইছইন। অউলা একজন মানষর বাইখ্যতার লাগি বউত মানষরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অইছে। ২০ এরমাজে শরিয়তর হুকুম-আহকামও নাজিল অইগেল, যাতে ই নাফরমানির হিসাবর পরিমান আরো বাড়ি যায়। অইলে নাফরমানি যেনো বাড়িলো, ইনো আল্লার রহমত আরো বউত বাড়িগেল। ২১ ই রহমত বাড়িলো, যাতে মউতর মাজদি আগে গুনায় যেলা বেটাগিরি করছিল, অখন বে-কছুর খালাছ অওয়ার মাজদি আল্লার রহমতে অউলা রাজত্ব করে। আর অতার ফল হিসাবে আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় আখেরি জিন্দেগি পাই।

গুনার জিন্দেগি শেষ, নয়া জিন্দেগির শুরু

৬ তে অখন আমরা অলা কইতাম নি, আমরা উপরে যাতে আল্লার রহমত আরো বাড়ে, এরলাগি আমরা আরো গুনা করাত রই? ১ নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! গুনার বাবতে আমরা তো মরি গেছি, তে ই মুর্দা হালতে অখন আর কেমনে গুনার কামো রইতাম? ২ আইছা, আমরা যতো জনে আল-মসীর নামে তোবার গোছল করছি, আমরা তো তান মউতর লগেও শরিক অইছি। ৩ অউ গোছলর কালো আমরা তো আল-মসীর লগে কয়বর দেওয়া অইছে। আর গাইবি বাফ আল্লায় তান মহা কুদরতে আল-মসীরে যেলা কয়বর থাকি জিন্দা করি তুলছইন, ঠিক অউলা আমরাও যানু নয়া জিন্দেগিয়ে দিন কাটাই। ৪ আর আমরা যেবলা আল-মসীর মউতো শরিক অইছি, তে তাইন যেলা মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠছইন, অলা আমরাও তান জিন্দা অওয়ার লগে শরিক রইমু। ৫ আমরা ইখান জানি, আমরা শরিলর বদ খাইশরে বেকামা করার নিয়তে আমরা পুরান ‘আমি’ রে আল-মসীর লগে সলিবর উপরে মারিয়া ফালাইল অইছে, যাতে আমরা আর গুনার গুলাম না রই। ৬ কারন যার মউত অইয়ায়, হে তো গুনার কবজা থাকি খালাছ পাইলিছে। ৭ তে আল-মসীর লগে যেবলা আমরা মরন অইছে, অখন আমরা ইমান অইলো, তান লগে জিন্দেগিও পাইমু।

৮ আমরা জানি, আল-মসী মুর্দা থাকি জিন্দা অইয়া উঠছইন করি তান আর মউত অইতো না। মউতর কুনু খেমতা তান উপরে নাই। ৯ আসলে

তান যে মউত অইছে, ইতা তো গুন্যর খেমতা বিনাশ করার লাগি খালি একবারউ অইছে। আর অখন তান যে জিন্দেগি আছে, ইটা তো আল্লার মহিমার লাগি জিন্দা আছইন। ﴿১১﴾ ঠিক অউলা, তুমরাও মনো করিও, গুন্যর খেমতার বেয়াপারে তুমরার মরন অইগেছে, অখন খালি ইছা আল-মসীর নামে আল্লার মহিমার লাগি জিন্দা আছে।

﴿১২﴾ এরলাগি মউতর জুকা তুমরার ই শরিলর উপরে গুন্যরে কুনু লাখান বেটাগিরি করতে দিও না, শরিলরে বদ খাইশর আতো সপি দিও না। ﴿১৩﴾ শরিলর কুনু অংগরে বদ কামর আতিয়ার বানাইও না। বরং নিজরে মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়া জন মনো করিয়া পুরাপুরি আল্লার আতো সপি দেও, শরিলর হকল অংগরে নেক কামর আতিয়ার হিসাবে আল্লার নামে বিলাই দেও। ﴿১৪﴾ তুমরা তো গুন্যর গুলাম নায়, শরিয়তর আওতায়ও নায়, খালি আল্লার রহমতর তলে আছে।

﴿১৫﴾ তে অখন কিতা করতাম? শরিয়তর আওতা থাকি ছাড়া পাইয়া, আল্লার রহমতর আওতায় আছি করি, আমরা খালি গুনা করতাম নি? নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! ﴿১৬﴾ তুমরা বুজো না নি, তুমরা য়েবলা নিজরে কেউরর আতো সপি দিয়া তার হুকুম মাফিক চলো, তে এমনেউ তো তার গুলাম বনিয়াও। অলাখান তুমরা হয়তো গুন্যর গুলাম বনিয়া মরবায়, আরনায় আল্লার গুলাম বনিয়া নেক কাম করবায়। ﴿১৭﴾ আল্লা পাকর শুকুর, আগে যদিও তুমরা গুন্যর গুলাম আছলায়, তা-ও ইছায়ী তরিকার তালিম পাইয়া হারি, দিলে-জানে ইতার আশিক অইছো। ﴿১৮﴾ গুন্যর গুলামি থাকি ছাড়া পাইয়া, নেক কামর গুলাম অইছো।

﴿১৯﴾ ভাইয়াইনরে, তুমরার আখলর কমজুরি দেখিয়া আমি তুমরার লগে মানুষ বুলিয়ে মাতিরাম, আগে য়েলা তুমরার শরিলর অংগরে নাপাকি আর বদ খাইশর গুলাম বানাইছলায়, অখনও ঠিক অউলা, পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটানির লাগি, যারযির অংগরে নেক কামর গুলামিত সপি দেও।

﴿২০﴾ তুমরা য়েবলা গুন্যর গুলাম আছলায়, ই সময় তো নেক কামর দায়-দায়িত্ব থাকি আজাদ আছলায়। ﴿২১﴾ আগর বদ কাম-কাজর কথা মনো অইলে অখন তুমরার শরম লাগে, তে কওছাইন, ইতা কামে তুমরার কিতা লাভ অইতো? ইতার হেশ ফল তো মরন। ﴿২২﴾ অইলে অখন তুমরা গুন্যর গুলামি থাকি আজাদ অইয়া, আল্লার পথর গুলাম বনিয়া পাক-পবিত্র জিন্দেগি কাটাইয়া, এর হেশ ফল তো আখেরি জিন্দেগি। ﴿২৩﴾ আসলে গুন্যর মজুরি

অইলো মউত, অইলে আল্লার রহমতর দান অইলোগি আমরার মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় আখেরি জিন্দেগি।

শরিয়তর গুলামি থাকি খালাছ

৭ তে ও ভাই অকল, হজরত মুছার শরিয়তর বিষয় তো তুমরার জানাউ আছে। তা-ও তুমরা বুজো না নি, শরিয়তর দাবি-দাওয়া মানষর উপরে বওয়াল থাকে, খালি জিন্দা থাকা পর্যন্ত। ৫ যেলা, জামাই যতদিন জিতা আছে, অতদিন তার বউ তার আওতায় বান্দা রয়, আর জামাইর মউতর বাদে তার বউ ই বান্দন থাকি খালাছ পায়। ৬ আর জামাই জিতা থাকতে বউ যদি দুছরা বেটার গেছে হাংগা বয়, তাইরে তো জিনাকুর হিসাবে গনা অয়। অইলে জামাইর মউতর বাদে তাই জামাইর বান্দন থাকি আইন মারফিক খালাছ পায়, এরবাদে তাই অইন্য জনর গেছে বিয়া বইলে জিনাকুর নায়।

৭ ভাইয়াইনরে, ঠিক অউ লাখানউ, আল-মসীর শরিলর মউতর মাজদি শরিয়তর বান্দন থাকি তুমরার মউত অইগেছে করি, অখন তুমরা অইন্য জনর বান্দনো যাইতায় পারো, আর অউ অইন্য জন অইলা, মুর্দা থাকি জিন্দা অওয়া হউ ইছা আল-মসী, যাতে আমরার জিন্দেগিত আল্লার নামে নেক পথর ফল ধরে। ৮ আগে যেবলা আমরা শরিলর মর্জিয়ে চলতাম, অউ সময় শরিয়তে আমরার মাজর গুনার বদ খাইশরে খুচাইয়া হজাগ করতো, অউ কারনে আমরার শরিলর অংগ অকলে মউতর পথি গুনার ফল ধরতো। ৯ তে আগে আমরা যে শরিয়তর বান্দনো আছলাম, ইতা থাকি আমরার মউত অইগেছে, অখন আমরা ই শরিয়তর বান্দন থাকি খালাছ পাইছি। এরলাগি আমরা আর হি লিখিত শরিয়তর গুলাম নায়, খালি আল্লাই পাক রুহে নয়া জিন্দেগির গুলামি করি।

শরিয়তে গুনারে হজাগ করে

১০ অখন আমরা অলা কইতাম পারি নি, শরিয়তেউ গুনা করায়? নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! আসল কথা অইলো, শরিয়ত না থাকলে তো আমি বুজতাম পারলাম না অনে, গুনা কি জিনিস। শরিয়তে যদি না কইতো,

লোভ-লালছ করিও না, তে লালছ করলে কিতা অয়, ইতা আমরা বুজলাম না অনে। ﴿৮﴾ আর অউ হুকুমর সুযোগ বুজিয়া আমার ভিতরে গুনা হামাইয়া, হকল নমুনার লোভ-লালছ জনম দিছে। শরিয়ত না থাকলে তো গুনাও মরার লাখান চুপচাপ রয়। ﴿৯﴾ আমার জিন্দেগিত শরিয়তরে ভালামস্তে চিনার আগে আমি তো জিতা আছলাম, অইলে অউ হুকুম জানার লগে লগেউ গুনা হজাগ অইলো, আর আমার মউত অইলো। ﴿১০﴾ বুজরায় নি, যে শরিয়তে আমি জিন্দেগি পাওয়ার কথা, হউ শরিয়তে আমার লাগি মরন লইয়া আইলো। ﴿১১﴾ শরিয়তর অউ হুকুমর সুযোগ পাইয়া গুনায় আমারে টগিলো, অউ হুকুমর বলেউ গুনায় আমার জান কাড়িয়া নিলো।

﴿১২﴾ অইলে ইখান তো হাছা, মুছা নবীর দেওয়া শরিয়ত পবিত্র, এর হুকুম-আহকামও পবিত্র, ইতা সঠিক আর ভালা জিনিস। ﴿১৩﴾ তে অউ ভালা জিনিসেউ কিতা আমার মরন আনলো নি? নাউজুবিল্লা, মোটেউ নায়! বরং গুনায়উ ইতা করছে, হে ভালা জিনিস দিয়া আমারে মারিয়া হারি পরমান দেখাইলো, গুনা তো গুনা। আর অউ হুকুম-আহকামেউ বুজা যায়, গুনা অইলো মস্ত বড় জগইন্য।

দিলর লগে শরিলর লাড়াই

﴿১৪﴾ আমরা তো জানি, শরিয়ত অইলোগি রুহানি জগতর, অইলে আমি অইলাম রক্ত-মাংসর জগতর, আমি শরিলর মর্জির বান্দনো থাকায় গুনার গুলাম অইছি। ﴿১৫﴾ আমি নিজেউ তো বুজি না, আমি কিতা কাম করি। আসলে আমি যেতা করতাম চাই, ইতা না করিয়া, যেতারে ঘিন্নাই অতাউ করি। ﴿১৬﴾ আর যেতা করতাম চাই না, অলা গুনার কাম যেবলা করি, তে আমি এমনেউ স্বীকার করিয়ার, শরিয়ত আসলেও ভালা জিনিস। ﴿১৭﴾ ইতা থাকি বুজা যায়, আমি নিজে ইলা করিয়ার না, অইলে আমার মাজে যে গুনায় বসত করে, হে-উ আমারে দিয়া ইতা করায়। ﴿১৮﴾ আর আমি তো বুজিয়ার, আমার লউর মাজে, মানি শরিলর খাইশর মাজে ভালা কুনু জিনিসউ নাই। আমি নেক কাম করার খিয়াল থাকলেও, আমার সামর্থ্য কুলায় না। ﴿১৯﴾ কারন আমি যেতা নেক কাম করতাম চাই, ইতা করতাম পারি না, অইলে যে বদ কাম করতাম চাই না, অতাউ করি। ﴿২০﴾ তে যেতা করতাম চাই না, অতাউ যেবলা করি, এর মানি অইলো ইতা আমি করি না, বরং যে গুনায় আমার মাজে বসত করে, হে-উ ইতা করায়।

২১ অখন আমার নিজর ভিতরেউ দেখিয়ার, একটা বদ রিপুয়ে কাম করের, আমি নেক কাম করাত লাগলে, বদ কাম এমনেউ আইয়া আজি যায়। ২২ আসলে আমার দিলর খাইছিলত মাফিক আমি আল্লাই হুকুম-আহকামে খুশি অই। ২৩ অইলে আমার শরিলর অংগর মাজে দুছরা আরক খাইছিলতে কাম করের, আমার দিলে নেক কামরে পছন্দ করলেও, অউ বদ খাইছিলতে আমার দিলর লগে যুদ্ধ করিয়া, আমারে তার গুলামিত বান্দিয়া রাখে। ২৪ আমার বড় বদ নছিব! আমার শরিলর অউ বদ খাইছিলত, যোগিয়ে আমারে মউতর পথে টানে, তার আত থাকি কে আমারে বাচাইবো? ২৫ আল্লার শুকর, আমরার মালিক ইছা আল-মসীয়ে তার আত থাকি আমারে বাচাইছইন! অখন নিচ্চিত বুজা যায়, দিলর দিক থাকি আমি আল্লাই শরিয়তর গুলামি করি, অইলে শরিলর মর্জির দিক থাকি আমি গুনার খাইছিলতর গুলামি করি।

পাক রুহ পাওয়ার ফল

৮ তে অউ তালিম থাকি আমরা বুজি, ইছা আল-মসীর যেরা আপন জন বনি গেছইন, অখন তারারে আর দুষি সাইবস্তো করা অইতো নয়। ১ গুনা আর মউতর আত থাকি আমারে খালাছ করা অইছে, জিন্দেগি দেওরা রুহে ইছা আল-মসীর উছিলায় খালাছ করছইন। ২ রক্ত-মাংসর শরিলর বদ খাইশর লাগি শরিয়তে আমরারে বাচাইতো পারছে না, আর শরিয়তে যেতা করতো পারছে না, আল্লায় তো নিজেউ ইতা করছইন। তাইন তান নিজর খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে আমরার লাখান গুনাগার মানষর ছুরতে পাঠাইলা, গুনার খেমতারে বিনাশ করার লাগি। আর অউ মায়ার জনর জান কুরবানির মাজদি গুনার বিচার করিয়া তার খেমতারে বাতিল করি দিলা। ৩ তাইন আমরার পক্ষ লইয়া ইতা করলা, আমরা যেরা রক্ত-মাংসর শরিলর খাইশে না চলিয়া রুহর বশে চলি, অউ আমরার লাগি শরিয়তর দাবি-দাওয়া আদায় করলা।

৪ শরিলর বদ খাইশর আওতায় যেতা মানুষ চলইন, তারার মনও বদ খাইশর বায় খিয়ালি থাকে, আর যেরা পাক রুহর আওতায়, তারার মন তো পাক রুহর খুশি মাফিক চলতে খিয়ালি রয়। ৫ শরিলর বদ খাইশ যে কামর খিয়ালি, ইতার ফল অইলো মরন, অইলে পাক রুহর খিয়ালে চলার

ফল অইলো জিন্দেগি আর শান্তি। ৭ যে জনর মন শরিলর বদ খাইশর বায় খিয়ালি, ই মন তো আল্লার দুশমন, হে আল্লাই শরিয়ত মানতে রাজি নায, মানতো পারেও না। ৮ এরলাগিউ যেতা মানুষ শরিলর বদ খাইশর আওতায় চলইন, তারা আল্লারে খুশি করতা পারইন না।

৯ অইলে তুমরার দিলো যেবলা আল্লার রুহ বসত করইন, তে তুমরা তো শরিলর বদ খাইশর আওতায় নায, বরং পাক রুহর আওতায়। আসল কথা অইলো, আল-মসীর রুহ যার মাজে নাই, হে আল-মসীর নায। ১০ আর হাছাউ যদি আল-মসী তুমরার মাজে থাকইন, তে গুন্যর ফল হিসাবে তুমরার শরিল মরার পথি অইলেও, পাক রুহর ফল হিসাবে তুমরা তো জিন্দা। আল্লায় তো তুমরারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করছইন। ১১ আর হউ ইছারে যেইন মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, অউ আল্লার রুহ যেবলা তুমরার দিলো বসত করইন, তে তান অউ রুহর বলে মউতর আওতায় থাকা তুমরার শরিলরেও জিন্দেগি দান করবা।

১২ এরলাগি ও ভাই অকল, শরিলর বদ খাইশর গেছে আমরা আর ঠেকাত নায, অউ বদ খাইশর অধীনে চলারও জরুর নায। ১৩ অখন শরিলর বদ খাইশর আওতায় চললে তো তুমরা চিরকালর লাগি মরবায়, অইলে পাক রুহর বলে শরিলর হকল নাফরমানিরে বিনাশ করিল্লে চিরকাল জিন্দা রইবায়। ১৪ কারন আল্লার রুহর বলে যেরা চলে, তারাউ আল্লার আওলাদ। ১৫ তুমরা তো গুলামির রুহ পাইছো না, তে আর ডরাইতায় কেনে? তুমরা খালি হউ আল্লার রুহ পাইছো, যেইন তুমরারে আওলাদ অওয়ার এখতিয়ার দিছইন। এরলাগিউ আল্লা পাকরে আমরা রুহানি আব্বা, পবিত্র বাবা কইয়া ডাকি। ১৬ আমরার দিলর মাজর আল্লাই পাক রুহেও অলা সাক্ষি দিয়া কইরা, আমরা আল্লার আওলাদ। ১৭ আমরা যেবলা আওলাদ, তে আমরা মৌরসি বাট পাইমু। আল-মসীয়ে আল্লার গেছ থাকি মৌরসি বাট পাইবা, আর তান লগে আমরাও পাইমু। খালি আমরা তান লগে দুখ-কষ্ট সহ্য করলে, তান লগে গৌরব-মহিমারও ভাগ পাইমু।

আমরা কুন লাখান বাট পাইমু

১৮ ভাইয়াইনরে, আমরা বাদে যে মহিমা পাইমু, ইতার তুলনায় অখনকুর ই দুখ-কষ্ট কুস্তাউ নায, ইতা তো আমি জানি। ১৯ হউ সময়

আইলে দেখা যাইবো কে কে তান আসল আওলাদ, এরােরে দেখার লাগিউ আল্লার পয়দা করা হকলতায় জানে-পরানে বার চাইরা। ২০ কারণ তান পয়দা করা হকলতাউ অখন অসার অইগেছে। ইতা কুনু নিজে নিজে অসার অইগেছে নি? না, বরং আল্লায়উ তারারে হউ পথে ছাড়ি দিছইন। অইলে এরলগে তাইন অউ আশাও দিছইন, ২১ একদিন ইতা হকলতা বিনাশর আত থাকি খালাছ অইয়া, আল্লার আওলাদ অকলর স্বাধীনতা আর গৌরবর ভাগি অইতো পারবো। ২২ অখন পর্যন্ত দেখিয়ার, হুরুতা পয়দার কালো মায় যেলা বুক ফাটাইয়া চিল্লাইন, তান পয়দা করা হকলতায়উ অলা আহাজারি করি চিল্লাইরা। ২৩ খালি ইখান নায়, আমরাও হউ যে মহিমা বাদে পাইমু, এর পয়লা কিস্তি হিসাবে আল্লাই পাক রুহরে অখন পাইছি, পাইয়া বাকি কিস্তির লাগি আমরাও অলা চিল্লাইয়ার। আর হউ কিস্তি পাওয়ার দিনর লাগি বার চাইয়ার, যে দিন আমরারে আল্লার আওলাদ হিসাবে জাইর করা অইবো, মানি যে দিন আমরার শরিলরে বিনাশর আত থাকি খালাছ করা অইবো। ২৪ আমরা খালাছ অওয়ার অউ আশা পাইছি, ইমান আনার কালো। তে যেতা জিনিস মানষে দেখিলায়, ইতা দেখার লাগি হে আর আশা করে না, যেতা দেখা অইগেছে, ইতারে দেখার আশা আর কেনে করতে? ২৫ অইলে না দেখা জিনিসরে দেখার লাগি আমরা ধৈর্য ধরিয়া বার চাই।

২৬ ইতা ছাড়া আমরা কমনজুরির সময় তো পাক রুহে আমরাে সাইয্য করইন। দোয়া করার কালো আমরা কিতা চাইতাম, ইতা তো আমরা জানি না। অইলে মুখদি যেতা কওয়ার সাইয্য নাই, দিলর কান্দনর লগে পাক রুহে নিজেউ আমরা পক্ষ অইয়া, ইতার লাগি মিনতি করইন। ২৭ কারণ যেইন মানষর দিলর তালাশ করইন, তাইন তো পাক রুহর কথাও বুজইন। পাক রুহে আল্লার মর্জি মাফিক তান পাক বন্দা অকলর লাগি মিনতি করইন।

২৮ আমরা জানি, আল্লারে যেরা মহব্বত করইন, মানি আল্লায় তান নিজর মর্জি মাফিক যেরারে দাওত দিছইন, তারার ভালাইর লাগি হকলতায় একলগে কাম করের। ২৯ আল্লায় যেরারে আগ থাকিউ তান নিজর লাগি পছন্দ করি রাখছিলা, তারারে তান খাছ মায়র জন ইছার লাখান অওয়ার লাগিউ পছন্দ করছিলা, যাতে অউ ইছা ইবনুল্লাউ, এরা হকলর বড় ভাই অইন। ৩০ তাইন আগে যেরারে পছন্দ করছিলা, তারারেউ দাওত দিলা। আর যেরারে দাওত দিলা, তারারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করলা,

আর যেরারে বে-কছুর গইন্য করলা, তারারে তান নিজর গৌরব-মহিমাও দান করলা।

আল্লার মহব্বতর বল-শক্তি

☞ অখন ইতা বেয়াপারে আমরা কিতা কইতাম? স্বয়ং আল্লা পাক যেবলা আমরার পক্ষে, তে আমরার বিপক্ষে খেগু লাগতো? ☞ আমরা হকলরে বাচানির লাগি, আল্লায় যেবলা তান খাছ মায়ার জন ইবনুল্লারে বিলাই দিতেও নারাজ অইলা না, তানরে মউতর আতো সপি দিলা, তে অউ মায়ার জনর লগে হকলতাউ আমরাে দান করতা নায় নি? ☞ আর আল্লায় তান নিজর লাগি যেরারে পছন্দ করছইন, এরার বিরুদ্ধে নালিশ দিবার সাইধ্য কার? আল্লায় নিজেউ তারারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করছইন। ☞ তে তারারে খেগুয়ে দুষিতো? যেরার লাগি হউ ইছা আল-মসীর মউত অইছে, মউতর বাদে জিন্দা করিও তুলা অইছে, তাইন অখন আল্লা পাকর ডাইন গালার তখতো বইয়া, আমরার লাগি মিনত-কাজ্জি করাত আছইন। ☞ এরলাগি ইলা কুন্ জিনিস আছে নি, যেতায় আমরাে আল-মসীর মহব্বত থাকি আলগ করতো? জুলুম-নির্যাতন, জালা-যন্ত্রনা, মনর কষ্ট, খাওয়া-ফিন্দার অভাব, বিপদ-আপদ বা দুশমনর তলোয়ার? ☞ পবিত্র জবুর শরিফো আছে,

তুমার নামর লাগি

আমরাে হর-হামেশা খুন করা অর।

মানষর চখুত আমরা অইলাম বলির পাঠা।

☞ না, ইলা কুস্তাউ নাই। কারন যে ইছায় আমরাে অতো মহব্বত করছইন, তান বলে আমরা ইতা হকলতাতউ পুরাপুর জয়ী অইয়ার। ☞ তে আমি ইখান ভালামন্তেউ জানি, জিন্দেগি বা মউত, ফিরিস্তা বা ইবলিছর কুন্ চেলা, অখন বা ভবিষ্যতর কুন্তায়উ, কুন্ লাখান শক্তিয়েউ, ☞ আছমানর বা পাতালর বা পয়দা অওয়া কুন্ জিনিসেউ আমরাে আল্লার মহব্বত থাকি আলগ করতো পারতো নায়। তান অউ মহব্বত তো আমরা মালিক ইছা আল-মসীর উছিলায় পাইছি।

শরিয়তে অপারগ অইলেও বনি ইসরাইলর হেশ রক্ষা ইমানে (৯:১-১১:৩৬)

আল্লার পছন্দ আর অপছন্দ

৯

আমি আল-মসীরে সাক্ষি রাখিয়া, এক্কেরে হাছা কথা কইরাম, আমার বিবেকেও পাক রুহর লগে অইয়া অউ সাক্ষি দেৱ। ১ বনি ইসরাইলর লাগি আমার বড় আফছুছ আর সীমাহীন কষ্ট লাগেৱ। ২ হয়রে হয়, আমি লান্নতির কাতারো গিয়া আল-মসীর গেছ থাকি হরাইল অইয়াও যুদি, আমার জাতির ভাইয়াইন বনি ইসরাইলরে বাচাইতাম পারতাম। ৩ আল্লায় তো বনি ইসরাইলরে তান নিজর আওলাদর এখতিয়ার দিছইন, তান শান-তজল্লি দেখাইছইন, তান লগে মিলনর উছিলা অকল কাইম করছইন, শরিয়ত নাজিল করছইন, তান এবাদত-বন্দেগির সুযোগ করি দিছইন আর বউত লাখান ওয়াদাও করছইন। ৪ হজরত ইব্রাহিম, ইসহাক আর ইয়াকুব নবী আছলা বনি ইসরাইলর মুল মুরক্বি। বাদে ইছা আল-মসীও তো রক্ত-মাংসর বায় থাকি এৱার খান্দানোউ জনম লইছইন, এইন হকলতার উপরআলা, যুগে যুগে চিরকাল তান তারিফ অউক। আমিন।

৫ হুনো, আল্লার ওয়াদা অকল অখন যেন বেকামা অইগেছে, ইলা কুস্তা নায়। কারন বনি ইসরাইলর মাজে জনম অইলো করিউ, এৱা হকল তো আসল বনি ইসরাইল নায়। ৬ হজরত ইব্রাহিমর খান্দান করিউ তাৱা যেন তান আসল আওলাদ, ইলা কুস্তা নায়। বরং কিতাবো লেখা আছে, “তুমার পুয়া ইসহাকর খান্দানরেউ তুমার খান্দান কইয়া গনা অইবো।”

৭ মানি ইসরাইল জাতির মাজে জনম অইছে গতিকেউ মনো করিও না, তুমরা আল্লার আওলাদ বনিগেছো। খালি আল্লার ওয়াদা মাফিক যেৱা আওলাদ বনছে, তাৱারেউ ইব্রাহিমর খান্দান হিসাবে গইন্য করা অইবো।

৮ বুজরায় নি, আল্লায় তো হজরত ইব্রাহিমর গেছে অউ ওয়াদা করছলা, “ছামনর বছর অউ চান্দো আমি ফিরিয়া আইমু, অউ সময় তুমার বিবি ছায়রার কুলো এক পুয়া থাকবো।” ৯ আর অউ পুয়া অইলা, আমরার পূর্ব-পুরুষ হজরত ইসহাক। খালি ইখান নায়, অউ ইসহাকর বিবি রেবেকার পেটর জুড়র পুয়াইন একই বাফর আওলাদ অইলেও, ১০-১১ এৱা মাৱ

পেটো থাকা হালতে যেবলা ভাল-বুরা কিছুর করছইন না, হউ সময় আল্লায় রেবেকারে কইছলা, “তুমার বড় পুয়া তো হুরু পুয়ার গুলাম অইবো।” অন থাকি বুজা যায়, আল্লায় তান মুনশা পুরা করার খিয়ালে মানষরে পছন্দ করইন, কেউরর আমলর বায় না চাইয়া, তান নিজর পছন্দ মারফিক বাছিয়া নেইন। ১৩ এরলাগিউ পাক কিতাবো লেখা আছে, “আমি তো ইয়াকুবরে মহব্বত করছি, অইলে তার ভাই ইসরে হরাইয়া রাখছি।”

১৪ তে অখন আমরা কইতাম নি, আল্লায়ও অবিচার করইন? নাউজুবিল্লা, মোটেউ না! ১৫ আল্লায় হজরত মুছারে কইছলা, “আমি যারে খুশি দয়া করমু, আর যারে খুশি রহম করমু।” ১৬ অন থাকি বুজা যায়, রহমত তো কেউরর চেষ্টায় বা ইচ্ছায় মিলে না, খালি আল্লার মেহেরবানি থাকিউ মিলে। ১৭ আছমানি কিতাবর আয়াতো আছে, আল্লায় ফেরাউনরে কইছলা, “আমি তুমারে বাদশা বানাইছি, যাতে তুমার মাজদি হকলে আমার লিলা-খেলা দেখিয়া, হারা দুনিয়াইত আমার নাম জাহির অয়া।” ১৮ তে দেখা যায়, আল্লায় তান নিজর খুশি মারফিক কেউররে দয়া করইন, আর কেউরর দিলরে পাষান বানাইন।

আল্লার গজব আর রহমত

১৯ অখন তুমরা আমারে জিকাইতায় পারো, “আল্লার মর্জির বাইরা যেবলা কেউ কুস্তা করতো পারে না, তে আল্লায় কেনে মানষর দুষ-তিরুটি গনইন?” ২০ ই ছওয়ালর সুজা জুয়াপ অইলো, আল্লার উপরে মাতার তুমি কে? কেউ যদি কুনু জিনিস বানায়, তে তার বানাইল জিনিসে জিকাইতো পারবো নি, আমারে কেনে ইলা বানাইলায়? ২১ এক মাটি থাকি কুমারে নানান জাতর জিনিস বানাইতো পারে না নি? ইতার কুনুটা ইজ্জতি কামো আর কুনুটা সাধারন কামো লাগে।

২২ ঠিক অলাখান, আল্লায় তান লান্নত আর কুদরতি খেমতা দেখাইতা চাইছলা, আর যেরার উপরে ই লান্নত ঢালিতা চাইছলা, এরার পাওনা আছিল খালি বিনাশি গজব, তা-ও তাইন বউত বড় হবর করিয়া তারার ইতা সহ্য করলা। ২৩ তাইন ইতা সহ্য করলা, কারন আরকবার নিজর কুদরতি শান-তজল্লির কথা জানাইতা চাইলা। আর যেরারে দয়া করছইন, এরাতে তাইন আগে থাকিউ জুইত করিয়া রাখছিল, তান শান-

তজল্লি দেখানির খিয়ালে। ﴿২৪﴾ আসলে আমরাউ অইলাম হউ দয়ার জন। আমরাে তাইন খালি বনি ইসরাইলর মাজ থাকিউ দাওত দিয়া আনছইন না, অইন্য জাতির মাজ থাকিও তো আনছইন। ﴿২৫﴾ হজরত হোছিয়া নবীর ছহিফাত আল্লায় কইছইন,

যেতা মানুষ আমার প্রজা নায়,
তারারেও আমার নিজর প্রজা বানাইমু।
আর যেরা আমার মায়ার মানুষ আছিল না,
তারারেও মায়ার মানুষ কইয়া ডাকমু।
﴿২৬﴾ যে জমিনো কওয়া অইছিল,
তুমরা আমার প্রজা নায়,
হউ জমিনোউ তারারে
জিন্দা আল্লার আওলাদ কওয়া অইবো।

﴿২৭﴾ অইলে বনি ইসরাইলর বেয়াপারে হজরত ইশায়া নবীয়ে কইছলা,
গনার বালা যুদিও তারা দরিয়র চরর বালুর লাখান বেহিসাব,
তেবউ তারার মাজর খুব হুরু এক অংশয় খালাছ পাইবা।
﴿২৮﴾ মালিক-মউলায় জগতর পাওনা যে সাজা জুইত করছইন,
অউ ষোলআনা সাজা খুব জলদিউ দিবা।

﴿২৯﴾ হজরত ইশায়া নবীয়ে আরো বাতাইছইন, “আল্লা রাব্বুল আলামিনে যুদি আমরা লাগি কিছু মানষরে জিন্দা না রাখতা, তে আমরা দশা তো লান্নতি ছাদুম আর আমরা টাউনর লাখান অইলো অনো।”

বনি ইসরাইল বে-পখি অওয়ার কারন

﴿৩০﴾ তে আমরা অউ কথাউ কইমু, ভিন জাতি অকলে যুদিও আল্লার পরেজগার বন্দা অওয়ার চেষ্টা করছে না, তেবউ ইমান আনার মাজদি তারা আল্লার দরবারো পরেজগার বনিগেছে। ﴿৩১﴾ আর বনি ইসরাইলে খালি শরিয়ত মানিয়া পরেজগার বনতো চাইছিল, অইলে শরিয়ত মানতো পারছে

না। ❸ আইচ্ছা, তারা কেনে পারছে না? তারা ইমানর উপরে ভরসা না করিয়া, খালি কাম-কাজর আমলর উপরে ভরসা করছে, এরলাগি পারছে না। মানষে যে পাথরো উষ্টা খাইন, তারাও অউ পাথরো উষ্টা খাইছইন। ❹ ই বেয়াপারে আছমানি কিতাবো লেখা আছে,

হুনো, আমি জেরুজালেমো অলা এক পাথর বওয়াইছি,
যে পাথরো মানষে উষ্টা খাইয়া পড়বো।
অইলে যে জনে তান উপরে ইমান আনবো,
হে কনুমন্তেউ শরমিন্দা অইতো নায়।

১০ তে ও ভাই অকল, বনি ইসরাইলর লাগি আমার দিলর অউ ফরিয়াদ আছে, আমি আল্লার দরবারো দেয়া করিয়ার, তারা যানু নাজাত পাইন। ❶ তারার বেয়াপারে আমি অখানউ কইরাম, তারার মনর মাজে আল্লার এশকি আছে, অইলে তারা জানে না, আল্লার দরবারো কেমনে পরেজগার বনা যায়। ❷ আল্লার দরবারো বে-কছুর খালাছ অওয়ার পথ না জানায়, তারা ই পথরে মানছেও না, তারা খালি শরিয়ত আমল করিয়া পরেজগার বনতো চায়। ❸ অউ শরিয়তর হকল দাবি-দাওয়া আল-মসীয়ে তো আদায় করিলছইন, এরলাগি তান উপরে যেরা ইমান আনে, আল্লার দরবারো তারারে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করা অয়।

আল্লাই নাজাতর বেবস্তা হকলর লাগি

❹ শরিয়ত আমল করিয়া আল্লার দরবারো পরেজগার অওয়ার বেয়াপারে, হজরত মুছায় তৌরাত কিতাবো লেখছইন, “যেরা শরিয়ত মানতো চায়, তারা পুরাপুর মানলে বাচিবো।” ❺ আর ইমানর বলে মানুষ কিলা আল্লার দরবারো পরেজগার বনে ই বেয়াপারে আল্লার কালামো লেখা আছে, “মনে মনে কইও না, কে গিয়া আছমানো উঠিতো?” এর মানি অইলো, হনো উঠিয়া আল-মসীরে লামাইয়া আনতো। ❻ বা ইখানও কইও না, “কে গিয়া পাতালো লামতো?” এর মানি অইলো, হনো লামিয়া আল-মসীরে কয়বর থাকি তুলিয়া আনতো। ❼ না ইলা কুস্তা নায়, কারন লেখা আছে, “আসলে আল্লার কালাম তো তুমার খুব

ধারো আছে, ইতা তুমার মুখে আর তুমার দিলো আছে।” আর আমরা যেতা তবলিগ কররাম, ইতাউ তো হউ কালাম। ﴿৯﴾ অখন তুমি যদি মুখে স্বীকার করো হজরত ইছাউ মালিক, আর দিলে একিন করো, আল্লায় তানরে মুর্দা থাকি জিন্দা করছইন, তে তুমি আখের পাইবায়। ﴿১০﴾ কারন দিলে ইমান আনলে আল্লায় মানষরে বে-কছুর খালাছ কইয়া গইন্য করইন, আর মুখে স্বীকার করলে আল্লায় নাজাত দান করইন। ﴿১১﴾ আল্লার কালামে বাতায়, “যে জনে তান উপরে ইমান আনবো, হে কুনুমন্তেউ শরমিন্দা অইতো নায়।” ﴿১২﴾ বনি ইসরাইল অউক বা ভিন জাতি অউক, এরার মাজে কুনু তফাত নাই, কারন হকলর মালিক তো একজন। যে মানষে আল্লার নাম লয়, আল্লায় তারে বউত মেহেরবানি করইন। ﴿১৩﴾ আল্লার কালামে তো কয়, “যেকুনু মানষে মাবুদর নামে ডাকিলে, হে নাজাত হাছিল করবো।”

﴿১৪﴾ অইলে যান উপরে তারা ইমানউ আনছে না, তানরে কিলা ডাকিবো? আর যান বেয়াপারে তারা হুনছেউ না, তান উপরে ইমান আনবো কিলা? তবলিগ কররা না থাকলে, তারা হুনবো কিলা? ﴿১৫﴾ আর তবলিগো কেউ না পাঠাইলে, তারা কিলা তবলিগো যাইবো? যেলা আল্লার কালামো বাতাইল অইছে, “ধইন্য তারার পাও খানাইন, যেরা আটি আটি খুশ-খবরি তবলিগ করইন।” ﴿১৬﴾ অইলে হকল মানষে তো ই খুশ-খবরিরে কানো ঠাই দেয় না। হজরত ইশায়া নবীয়ে কইছইন, “ও মাবুদ, আমরা তবলিগ হুনিয়া কে ইমান আনছে?” ﴿১৭﴾ তে দেখা যার, আল্লার কালাম হুনলে ইমান আয়, অউ কালাম অইলো, আল-মসীর বেয়াপারে তবলিগ।

﴿১৮﴾ অইলে আমি কইরাম, বনি ইসরাইল অকলে ই কালাম হুনছে না নি? নিচ্চয় হুনছে। পাক কালামে কয়,

তারার আওয়াজ তো
হারা দুনিয়াইত ছিতরি গেছে,
ছিতরি গেছে তারার মাত-কথা,
দুনিয়ার এক মাথা থাকি আরক মাথা পর্যন্ত।

﴿১৯﴾ আমি হিরবার কইরাম, বনি ইসরাইলে হউ কালাম বুজছইন না নি? নিচ্চয় বুজছইন, আল্লায় তো হজরত মুছা নবীর মাজদি তারারে কইছইন,

আমি বে-জাতিরে দিয়া
হিংসা পয়দা করাইমু,
আম্মক একটা জাতিরে দিয়া
তুমরার গুছা তুলাইমু।

☞ বাদে ইশায়া নবীয়ে খুব সাওস করিয়া ই আয়াতো কইছইন,

আমারে যেরা তালাশ করছে না,
তারাউ আমারে পাইছে।
আমার গেছে যেরা কুস্তা চাইছে না,
তারারে আমি দিদার দিছি।

☞ অইলে বনি ইসরাইলর বেয়াপারে তাইন কইরা,

আমি আত বাড়াইয়া ডাকিরাম,
হারা দিন ধরি দুইও আতে ডাকিরাম,
নাফরমান আর পাষান এক জাতিরে ডাকিরাম।

বে-পখি বনি ইসরাইলেও হেশ-মেশ নাজাত পাইবা

১১

এরলাগি আমি অখন জিকাইরাম, আল্লায় কুনু তান আপন বন্দা
বনি ইসরাইলর লগ ছাড়ি দিছইন নি? নিচ্চয় না! কারন আমি
নিজেও তো একজন বনি ইসরাইল আর হজরত ইব্রাহিমর বংশধর, বিন-
ইয়ামিন খান্দানর মানুষ। ☞ আল্লায় পয়লা থাকি তান যে প্রজারে পছন্দ
করিয়া আলগ করছিল, তাইন তো এরার লগ ছাড়ছইন না। হজরত ইলিয়াছ
নবীর বেয়াপারে আল্লার কালামো কিতা আছে, ইতা তুমরা জানো না নি?
তাইন তো বনি ইসরাইলর বিরুদ্ধে আল্লার দরবারো অউ নালিশ দিছলা,
☞ “ও মাবুদ, ইতায় তুমার নবী অকলরে কাতল করছে, তুমার কুরবানি
খানাইনও ভাংগিলিছে। খালি আমিউ বাচিয়া রইছি, অখন তারা আমার
জান খানও নিতাগি চাইরা।” ☞ তেউ আল্লায় তানরে কিতা জুয়াপ দিছলা

মনো আছে নি? তাইন কইছলা, “ও ইলিয়াছ, আমি তো সাত আজর মানষরে আমার নিজর লাগি আলগ করিয়া রাখছি, এরা তো ই বাআল দেবতারে পরনাম করছে না।”

ঠিক অলাখান, আল্লায় রহম করিয়া বনি ইসরাইলর একটা অংশরে অখনও আলগ করি রাখছইন। আর আল্লায় য়েবলা রহম করিয়া এরায়ে আলগ করছইন, তে ইটা কুনু নেক আমলর ফল নায়। আমলর ফল অইলে তো আর রহমত কওয়া অইলো না অনে। তে বুজা যায়, বনি ইসরাইলে শরিয়ত আমল করিয়া যেতা পাইতা চাইছলা, ইতা তারা পাইছইন না। খালি আল্লার পছন্দ করা জনে পাইছইন। অইলে বাকি হকলর দিল পাযান বনি গেছে। য়েলা আল্লার কালামে কইছে,

আল্লায় তারার দিলরে বেউশি ঘুমো ফালাইছইন,
তারার চউখ থাকতেও দেখে না,
কান থাকলেও হুনে না।
আইজ পর্যন্ত অউ হালতো আছে।

অলা হজরত দাউদ নবীয়েও কইরা,

তারার ধুম-ধাম করি খাওয়া-দাওয়াউ
শিকারর জাল আর ফান্দ বনিয়াউক।
ইতা তারার বিপদর কারন অউক,
বদ কামর সাজা বনি যাউক।

তারার চউখ আন্দা অইয়াউক যাতে না দেখে,
তুমি তারার কমররে হামেশা গুজা করি রাখিও।

তে বনি ইসরাইল অকল চিরকালর লাগি অউ বিপদর ফান্দো রইবো নি? নিচ্চয় না। বরং তারার নাফরমানিয়ে ভিন জাতি অকলর লাগি নাজাতর দুয়ার খুলি গেল। আল্লায় চাইলা, ইতা দেখিয়া তারার দিলো যানু জালা পয়দা অয়, কারন ভিন জাতিয়ে নাজাত পাইলিরা। অখান থাকি বুজা যায়, তারার নাফরমানির লাগি জগতর মানষর বউত ফায়দা অইছে, আর তারার খেতিয়ে য়েবলা ভিন জাতির লাভ অইলো, তে তারা য়েবলা

আল্লার নাজাতর দাওত কবুল করবা, অউ সময় ভিন জাতি অকলে আরো কতো বেশি রহম পাইবা।

ভিন জাতি অকলর নাজাত

১৩ ও ভিন জাতি অকল, আমি তুমরারে কইরাম, হুনো, তুমরার গেছেউ আমারে সাহাবি হিসাবে পাঠাইল অইছে করি, আমি আমার কামরে খুব দাম দিরাম। ১৪ কারন, অউ কাম দেখাইয়া আমার নিজর জাতি বনি ইসরাইলর দিলো কুন্ জালা পয়দা করতাম পারি, আর অউ জালায় তারার মাজর কিছু মানষর জান বাচাইতাম পারি। ১৫ তারা দুই হরি যাওয়ায় য়েবলা জগতর মানষর লগে আল্লার মিলন অইলো, তে তারারে য়েবলা হিরবার ঠাই দিবা হউ সময় কুন হালত অইবো? ইতা মরা মানুষ জিতা অওয়ার লাখান নায় নি? ১৬ ধরো, আল্লার নামে বিলানির রুটির মুল খাই যুদি পবিত্র অয়, তে তো বানাইল রুটিও পবিত্র। গাছর মুল জড় পবিত্র অইলে, এর ডাল-পালাও নিচ্চয় পবিত্র। ঠিক অলা, বনি ইসরাইলর মুল বাফ হজরত ইব্রাহিম য়েবলা পবিত্র, তে বনি ইসরাইলও পবিত্র।

১৭ আর মনে করো, গাছর কিছু ডাল-পালা কাটা অইলো, বাদে অউ কাটা জাগাত তুমার লাখান জংলি জয়তুন গাছর কিছু ডাল কলম দিয়া জুড়া দেওয়া অইলো, তে তুমি নিচ্চয় মুল গাছ থাকিউ রস পাইরায়। ১৮ অখন তুমিও নিজরে হউ কাটিয়া ফলাইল ডাল থাকি বড় মনো করিও না, ইয়াদ রাখিও, তুমি মুল গাছরে টিকাই রাখছো না, বরং মুল গাছেউ তুমারে টিকাইয়া রাখছে।

১৯ তুমি ইখান কইতায় পারো, “আমারে জুড়া দিবার লাগিউ তো আগর ডাল-পালাইন কাটা অইছিল।” ২০ ইখান ঠিক আছে, অইলে ইমান না আনার কারনেউ তো তারারে কাটিয়া ফলাইল অইছে, আর ইমান আনায় তুমারে হনো লাগাইল অইছে। তে তুমিও বেটাগিরি না দেখাইয়া আল্লারে ডরাও। ২১ মনো রাখিও, আল্লায় য়েবলা মুল ডাল-পালারেউ রেহাই দিছইন না, তে তুমি কলমর ডালরে কুন রেহাই দিবা নি?

২২ এরলাগিউ চিন্তা করিয়া দেখো, আল্লা পাক কতো দয়াল আর কতো পাষান। য়েরা বে-পথে ফাটি গেছইন তারার লাগি তাইন পাষান, আর তুমার বায় তাইন দয়ালু, যুদি তুমি তান দয়ার মাজে রও, না রইলে তুমারেও অলা

কাটিয়া ফালাই দিবা। ২৩ আর হউ বনি ইসরাইলেও যদি হিরবার ইমান আনইন, তে তারারেও তাইন মুল গাছর লগে জুড়া দিবা, আল্লায় তো ইলা জুড়া দিতা পারইন। ২৪ আসলে তো তুমি আছলায় জংলি জয়তুন গাছর ডাল, তুমারে যেবলা হন থাকি কাটিয়া আনিয়া মালিকানা বাগানর জয়তুন গাছর লগে আচানক হালতে জুড়া লাগাইল অইছে। তে চিন্তা করো, যেরা অউ গাছর আসল ডাল, তারারে মুল গাছর লগে লাগানি কতো সুজা।

আল্লার দয়া হকলর উপরে

২৫ ও ভাই অকল, তুমরা যাতে নিজে নিজে আখলদার না বনো, এরলাগি একটা বাতুনি বেয়াপার আমি তুমরারে হিকাই দেই। হুনো, ভিন জাতি অকলর নাজাত পাওয়ার সংখ্যা পুরা না অওয়া পর্যন্ত বউত বনি ইসরাইলর দিল পাষান হালতে রইবো। ২৬ হেশে অলাউ হকল বনি ইসরাইলে নাজাত হাছিল করবা, যেলা আছমানি কিতাবো আছে,

তরানেআলায় তশরিফ আনবা
জেরুজালেমর সিয়োন পাড় থাকি,
তাইন ইয়াকুব নবীর খান্দান থাকি
নাফরমানি খেদাই দিবা।

২৭ আমি অলাউ তারার গুনারে হরাইলিমু
ইটা তো আমার দেওয়া ওয়াদা।

২৮ হুনো, তুমরার ভালাইর লাগি খুশ-খবরির বেয়াপারে তারা তো অখন আল্লার দুশমন, অইলে আল্লাই পছন্দর বেয়াপারে বাফ-দাদার ছিলছিলায় তারা অইলা আল্লার মহব্বতর মানুষ। ২৯ কারন আল্লায় তান রহমতর দান-দক্ষিনা আর তান দাওতর কথা কনুমন্তেউ মত বদলাইন না। ৩০ যেলা তুমরাও এক সময় নাফরমান আছলায়, অইলে অখন বনি ইসরাইলে নাফরমানি করায় তুমরা তান মেহেরবানি পাইছো, ৩১ ঠিক অউ লাখান, তুমরা মেহেরবানি পাওয়ায় তারা অখন নাফরমানি করের, যাতে তারাও অলা মেহেরবানি পাইন। ৩২ আর আল্লার মুনশা অইলো, তাইন যাতে হকলর বায় মেহেরবানি দেখাইতা পারইন, অতার লাগি হকলরেউ নাফরমানির মাজে বন্দি করছইন।

﴿﴾ বুজরায় নি, আল্লার ভাভার কতো বড়! তান আখল-হেকমত কতো গইন! তান বিবেক-বিচার বুজার অসাইখ্য, তান কাম-কাজ অকল তালাশ করি বুজা যায় না। ﴿﴾ যেলা কিতাবো আছে,

কারণ মাবুদর মন চিনার সাইখ্য কার আছে?

তানরে পরামিশ দিবার লাখ কে আছে?

﴿﴾ কে আগে আল্লারে কুস্তা দিলাইতো পারছে,
যে কারনে তাইন তার গেছে দেনাদার আছইন?

﴿﴾ আসলে হকলতাউ তো তান গেছ থাকি, তান মাজদিউ আয়, তান নিজর লাগি পয়দা করছইন। যুগে যুগে চিরকাল তান তারিফ অউক। আমিন।

ইছায়ী মুমিন অকলর চাল-চলন

(১২:১-১৬:২৭)

আল্লার নামে জিন্দা কুরবানি

১২

এরলাগি ও ভাই অকল, আল্লায় তুমরারে অলা মেহেরবানি করায়, আমি তুমরারে খাছ মিনতি করিয়ার, তুমরা যারযির শরিলরে আল্লার আতো সপি দেও, ইলা জিন্দা পবিত্র কুরবানি আল্লার দরবারো কবুল অয়, অকটাউ অইবো তুমরার ছই-শুদ্ধ এবাদত। ﴿﴾ আর অউ খারাপ জমানার তালো পড়িও না, বরং নিজর দিলর ভাব বদলাইয়া নয় মানুষ অও। তেউ তুমরা আল্লার মর্জি বুজবায়। তান মর্জি তো ভালা আর পুরাপুর নিখুত, অলা করলে তাইন খুশি অইন।

﴿﴾ তালিম দিবার লাগি আল্লায় আমারে যে খাছ নিয়ামত দিছইন, অউ নিয়ামতর বলে আমি তুমরা পরতেক জনরে কইরাম, নিজরে যতখান বড় মনো করা উচিত, এর চাইতে বেশি মনো করিও না। আল্লায় যারে যতখান ইমানি বল দিছইন, হে যানু নিজরে এর থাকি বেশি কুস্তা মনো না করে। ﴿﴾ খিয়াল রাখিও, আমরা হকলর শরিলো বউত অংগ আছে, হকল অংগয় তো এক লাখান কাম করে না। ﴿﴾ ঠিক অউ লাখান, মুমিন হিসাবে আমরা বউত জন অইলেও, আল-মসীর লগে শরিক অইয়া খালি এক শরিল অইছি।

একই শরিলর অংগ গতিকে আমরা একে-অইন্যে মিল আছে। ﴿৬﴾ আল্লার রহমতে আমরা নানান জনে নানান লাখান নিয়ামত পাইছি, অউ নিয়ামত যুদি গাইবি অহি জানানির বেয়াপারে অয়, তে আমরা ইমান মাফিক অলি-আউলিয়ার লাখান অহি কইতে থাকি। ﴿৭﴾ কেউ যুদি খেজমত করার নিয়ামত পায়, তে খেজমত করউক। আর তালিম দিবার নিয়ামত যে পাইছে, হে তালিম দেউক। ﴿৮﴾ উৎসাহ দিবার নিয়ামত যে পাইছে, হে মানষরে উৎসাহ দেউক। দান করার নিয়ামত যে পাইছে, হে খালিছ নিয়তে দান করউক। মুরক্বিয়ানা করার নিয়ামত যে পাইছে, হে দিলে-জানে হকলতা চালাউক। মানষরে সাইয্য করার নিয়ামত যে পাইছে, হে খুশি মনে সাইয্য করউক।

মুমিনি চাল-চলন

﴿৯﴾ মায়্যা-মহব্বতর মাজে কুন্ খাদ মিশাইও না। খারাপিরে ঘিন্নাও, ভালাইর আশিক অও। ﴿১০﴾ একে-অইন্যরে আপন ভাইর লাখান দিলে-জানে মায়্যা করো, নিজ থাকি অইন্যরে বেশি দাম দেও। ﴿১১﴾ খেজমত কামো দুর্বল অইও না, রুহরে গরম রাখো, মালিকর গুলামি করাত রও। ﴿১২﴾ ছামনর পুরুস্কারর আশায় হামেশা খুশি-বাসি করো, দুখ-মছিবতো ছবর করো, হর-হামেশা মুনাজাত করাত রও। ﴿১৩﴾ আল্লার পাক বন্দা অকলর অভাবো সাইয্য করো। মেহমানদারি করতে খিয়ালি অও।

﴿১৪﴾ তুমরার উপরে যেরা জুলুম করে, তারার লাগি নেক দোয়া করিও, বদ দোয়া দিও না। ﴿১৫﴾ যেরা খুশি-বাসি করে, তারার লগে খুশি করো, যেরা কান্দে তারার লগে অইয়া কান্দো। ﴿১৬﴾ তুমরা একে-অইন্যে ভাই ভাই অইয়া রও। বড়লোকি ভাব না দেখাইয়া, সাধারন মানষর লগে মিলি-মিশি চলো। নিজর পন্ডিতি দেখাইও না। ﴿১৭﴾ খারাপির বদলা হিসাবে কেউরর খারাপি করিও না, হকল মানষে যেতারে ভালা মনো করইন, তুমি চিন্তা-ভাবনা করিয়া অতাউ করো। ﴿১৮﴾ তুমরার তরফ থাকি যতখান সম্ভব হকল মানষর লগে শান্তিয়ে বসত করো।

﴿১৯﴾ ও মায়ার ভাই অকল, তুমরা কেউরর বদলা লইও না, ইতা আল্লার আতো ছাড়ি দেও, বদলা দেওয়া তান কাম। আল্লার কালামো আছে, “নাফরমানির সাজা দিবার এখতিয়ার খালি আমারউ আছে, যার যেলা পাওনা আমি তারে অলা বদলা দিমু, ইখান আমি মাবুদে কইরাম।”

২০ বরং কিতাবে কয়, “তুমার দুশমনর পেটো ভুক লাগলে, তারে খানি দেও। পিয়াছে ধরলে তারে পানি দেও। অলা করলে তো তুমি তার মাথার উপরে জলাইল আংরার টুকরি থইলায়।”

২১ খারাপির গেছে কুনুমন্তেউ আরিও না, বরং ভালারে দিয়া খারাপিরে আরাও।

রাজার হুকুম মানিয়া চলো

১৩ পরতেক মানষে দেশর রাজারে মানিয়া চলউক, কারন আল্লার মর্জি ছাড়া কেউ রাজত্ব পায় না, রাজা অকলরে তো আল্লায়উ গদিত বওয়ইন। ২ এরলাগি যে মানষে দেশর রাজার দুশমনি করে, হে আসলে আল্লাই হুকুমর দুশমনি করে। ইলা কাম যেতায় করইন, তারা তো নিজর উপরে গজব ডাকিয়া আনইন। ৩ আর ভালা কাম কররা জনে তো রাজারে ডরানির কুস্তা নাই, অইলে কু-কাম কররা জনর লাগি কঠিন বিপদ। তে তুমরা কিতা নির্ভয়ে রইতায় চাও নি? তাইলে ভালা পথে আটো, তেউ রাজায় তুমরার তারিফ করবা। ৪ রাজায় তো তুমরার ভালাইর লাগিউ আল্লার খাদিম হিসাবে কাম করইন। অইলে তুমরা যেরা কু-কাম করো, তুমরার লাগি বিপদ আছে। তাইন খামোখা কেউররে মারইন না, অইলে কু-কাম কররারে আল্লার খাদিম হিসাবে ঠিকউ সাজা দেইন। ৫ তে খালি সাজার ডরে নায়, বরং যারযির বিবেকর বিচারেও রাজার হুকুম মানা জরুর।

৬ অতার লাগিউ তো তুমরা খাজনা দেও, কারন খাজনা তুলিয়া খরচ করার মাজদি তারা আল্লার খেজমত কররা। ৭ অখন যার যেলা পাওনা, তারে অলা দেও। যেনরে খাজনা দিবার কথা, এনরে খাজনা দেও; যেনরে মাশুল দিবার কথা, এনরে মাশুল দেও; যেনরে ইজ্জত করার কথা, এনে ইজ্জত করো; যেনরে তাজিম করার কথা, এনে তাজিম করো।

একে অইন্যে মহব্বত

৮ খালি মহব্বতর রিন ছাড়া দুছরা কুনু বেয়াপারে কেউরর গেছে রিনি অইও না। জানো নি, যে মানষে অইন্য জনরে মহব্বত করে, হে তো শরিয়তর হুকুম-আহকাম ষোলআনা আদায় করছে। ৯ যেলা শরিয়তর

হুকুম আছে, “জিনা করিও না, খুন করিও না, চুরি করিও না, লোভ-লালছ করিও না,” বা ই লাখান আরো যতো হুকুম আছে, ই হকল হুকুমরে এখানো করি কওয়া আইছে, “তুমার আরি-ফরিরে নিজর লাখান মহব্বত করো।” ১৩ আর মহব্বত থাকলে কেউ আরি-ফরির খেতি করতো পারে না, এরলাগি মহব্বত করলে পুরাপুর শরিয়তউ মানা আইয়ায়।

১৪ তে ভাই অকল, অখনকুর জমানার হালত তো তুমরা জানোউ, এরলাগি বুজি-হুনি চলো। তুমরা ঘুম থাকি হজাগ অওয়ার সময় আইগেছে, কারন আমরা যে সময় ইমান আনছিলাম, হউ হালত থাকিও আমরা নাজাত অখন আরো ধারো আইছে। ১৫ রাইত পুয়াইয়া হারি বিয়ান আইয়ার; অখন জলদি আও, আমরা আন্দারির বদ কাম ছাড়িয়া নুরর লেবাছ লাগাই, আল্লাই আতিয়ার ফিন্দলাই। ১৬ হৈ-হুল্লা করি মদ খাইয়া টাল অওয়া, জিনা-বদমাইশি বা মনগড়া চলা, ইংসা আর কাইজ্জা-ফসাদ বাদ দিয়া, আও, আমরা দিনর ফরে চলরা মানষর লাখান চলি। ১৭ ফিন্নর লেবাছর লাখান তুমরা মালিক ইছা আল-মসীরে পুরাপুর ফিন্দলাও। শরিলর বদ খাইশ মিটানির চিন্তা এক্কেরে বাদ দেও।

ইমানে কমজুর ভাইরে মায়া করো

১৪

তুমরার মাজর যে ভাই ইমানে কমজুর, তারেও আপন হিসাবে সমজো, তার পছন্দ-অপছন্দ লইয়া তর্কা-তর্কি করিও না।

১৫ বুজরায় নি, একজনে মনো করে, হে হকল জাতর খানি খাইতো পারবো, আইলে কমজুর ইমানদার জনে খালি নিরামিষ খায়। ১৬ তে মাছ-মাংস খাওরা জনে অউ নিরামিষ খাওরা জনরে যানু না ছিড়ায়। আর নিরামিষ খাওরায়ও যানু মাছ-মাংস খাওরারে না দুষে, কারন আল্লায় তো দুইও জনরেউ নিজর কইয়া কবুল করছইন। ১৭ আর তুমারে খেগিয়ে খেমতা দিলো, আরক বেটার গুলামর বিচার করতায়? হে ঠিক পথে আছে, না ভুল পথে আছে ইখান তো তার মুনিবে বুজবা। আসলে তো হে ঠিক পথেউ রইবো, মালিকেউ তারে ঠিক পথে রাখতা পারবা।

১৮ কুনু কুনু মানষে মনো করইন, সাধারন দিন থাকি কুনু খাছ দিনর ফজিলত বেশি। আর কেউ কেউ হকল দিনরেউ এক লাখান মনো করে। তে ই বেয়াপারে কে কিতা করতো না করতো, ইতা যানু তার

দিল থাকি পুরাপুর সায় দেয়। ৬ যে মানষে কুন্সু খাছ দিনরে মানে, হে তো মালিক ইছারে খুশি করার নিয়তেউ ইতা মানে। যে জনে হকল জাতর খানি খায়, হে-ও তো মালিকরে খুশি করার নিয়তেউ খায়, হে আল্লার শুকরিয়া আদায় করিয়া খায়, আর যে জনে হকলতা খায় না, হে-ও মালিকরে খুশি করার নিয়তে খায় না, হে-ও আল্লার শুকরিয়া আদায় করে। ৭ আমরার মাজর কুন্সু বন্দাউ নিজর লাগি নিজে জিন্দা রয় না, আর নিজর লাগি মরেও না। ৮ কারন আমরা যেবলা জিন্দা রই, খালি মালিকর লাগিউ জিন্দা রই, আর যেবলা মরন অয়, খালি মালিকর লাগিউ মরন অয়। তে আমরা জিন্দা রইলেও যেতা, মরলেও অতা, আমরা তো মালিক ইছারউ। ৯ মালিক আল-মসীও তো মারা গেছলা আর হিরবার জিন্দা অইয়া উঠছইন, যাতে তাইন জিন্দা আর মুর্দা দুইও দলরউ মালিক বনইন। ১০ তে তুমি কেনে তুমার ভাইর খুত তুকাইরায়? তারে কেনে ছিড়াইরায়? আল্লার বিচারর ছামনে তো আমরা হকলউ উবাইমু। ১১ যেলা আল্লার কালামো আছে,

মাবুদে কইরা, আমার নামর কছম খাইয়া কইয়ার,
হকলেউ আমার ছামনে আইয়া সহজদা করবো,
পরতেক মুখেউ স্বীকার করবো, আমিউ আল্লা।

১২ অনো দেখা যায়, আল্লার দরবারো আমরা পরতেকেউ যারযির কামর হিসাব দিতে অইবো। ১৩ তে আও, অখন থাকি আমরা একে-অইন্যর খুত ধরা বন্দ করি, আর নিয়ত করি, ইলা কুন্সু কাম করতাম নায়, যে কামে আরক ভাইর ইমানর খেতি অইবো, বা তারে গুনার পথে নিবো।

১৪ মালিক ইছার উম্মত অওয়ায় আমি ভালামন্তেউ জানি আর বুজি, এমনে তো কুন্সু জিনিসউ নাজাইজ নায়, অইলে কেউ যদি ইতারে নাজাইজ মনো করে, তে তার লাগিউ ইতা নাজাইজ। ১৫ যদি তুমার কুন্সু খানির লাগি আরক ভাইয়ে মনো দুখ পায়, তে তো তুমি তারে মহস্বত কররায় না। যে ভাইরে বাচানির লাগি আল-মসীয়ে মউত কবুল করলা, কুন্সু খানির লাগি ই ভাইর সর্বনাশ করিও না। ১৬ তুমি যেতারে পছন্দ করো, ইতার লাগি দুছরা জনে যানু তুমারে না নিন্দায়। ১৭ আল্লার বাদশাই তো খালি খানা-পিনার লাগি নায়, বরং আল্লাই পাক রুহে দেওয়া পরেজগারি, শান্তি আর

খুশি-বাসির বেয়াপার। ﴿১৮﴾ অউ নমুনায় যেরা আল-মসীর খেজমত করে, এরার উপরে আল্লা খুশি থাকইন, আর মানষেও ভালা পাইন।

﴿১৯﴾ এরলাগি আও, আমরা অলা কাম করি, যে কামে শান্তি কাইম অয়, যে কামে একে-অইন্যরে গড়িয়া তুলতাম পারি। ﴿২০﴾ আর কুনু লাখান খানির লাগি আল্লার কামরে বিনাশ না করি, খানির জুকা হকলতাউ তো হলাল। অইলে তুমি কুনু এক বিশেষ খানি খাওয়ায় যুদি দুছরা মানষর ইমানো কষ্ট লাগে, তে ইতা খাওয়া তুমার লাগি জাইজ নয়। ﴿২১﴾ বিশেষ কুনু গোস্ত বা শরাব খাওয়া, যে কামে তুমার ভাইয়ে মনো দুখ পায়, ইমানে বাধা পায়, ইলা কুনু কাম করা তুমার লাগি ঠিক নয়। ﴿২২﴾ তুমার দিলর একিনরে, খালি তুমি আর তুমার আল্লার মাজে রাখে। নেক-কপালি তো হউ জন, যে জনে ভালা মনো করিয়া কুনু কাম করিয়া হারলে, তার মনো খুতখুতি অয় না। ﴿২৩﴾ অইলে মনো খুতখুতি লইয়া যুদি হে কুস্তা খায়, তে তো হে দুষি। কারন হে যেতা খাইছে, ইতা তার বিবেকর অপছন্দ, আর বিবেকর উলটা কামউ অইলো গুনা।

মানষর ভালাই করার চেষ্টা করো

১৫

এরলাগি আমরা যেরার ইমান মজবুত আছে, আমরা খালি নিজর খুশির বায় না চাইয়া, আমরা কমজুর মতোসক্কি মনা ইমানদার ভাইয়াইনরেও যানু সহায়্য করি। ﴿১﴾ অতা ভাইয়াইন্তরে গড়িয়া তুলার নিয়তে, পরতেকেউ তারার ভালাইর লাগি তারার মনর পছন্দরে যানু খুশ রাখি। ﴿২﴾ আল-মসীয়েও তো তান নিজরে খুশি করছইন না, বরং পবিত্র জবুর শরিফো আছে, “ও মাবুদ, তুমারে যেরা বেইজ্জত করছে, তারার অউ হকল বেইজ্জতি আমার উপরেউ আইছে।” ﴿৩﴾ তে আগর আছমানি কিতাবো যততা লেখা অইছে, ইতা তো আমরারেউ তালিম দিবার লাগি লেখা অইছে, যাতে অতা দেখিয়া আমরা হবর আর সান্তনা আয়, আর আশা-ভরসা পাই।

﴿৪﴾ অখন হবর আর সান্তনা দেওরা আল্লায় ইছা আল-মসীর পথে চলার লাগি, তুমরা হকলর মন এক করউক্কা। ﴿৫﴾ তেউ তুমরা এক মনে আর এক মুখে, আমরা মালিক ইছা আল-মসীর গাইবি বাফ আল্লার তারিফ করতায় পারবায়।

হকলর লাগি আল-মসীর তশরিফ

৭ এরলাগিউ ও ভাই অকল, আল-মসীয়ে যেলা তুমরারে আপন করছিল্লা, তুমরাও অলা একে-অইন্যরে আপন করিলাও, যাতে আল্লার গৌরব অয়। ৮ মনো রাখিও, আল্লায় বনি ইসরাইলর মুল মুরব্বি অকলর লগে যতো ওয়াদা করছলা, অতার হকিকতি পরমান করার লাগি আল-মসী আইয়া বনি ইসরাইলর খেজমতগার আইলা। ৯ আর ভিন জাতির গেছেও আইলা, যাতে এরাও আল্লার রহমত দেখিয়া তান তারিফ করে। ই বেয়াপারে জবুর শরিফো আগেউ কওয়া আইছে,

এরলাগিউ আমি ভিন জাতি অকলর মাজে তুমার তারিফ করমু
তারার মাজে তুমার গুনগান গাইমু।

১০ আর তৌরাত শরিফো কওয়া আইছে,

ও দুনিয়ার হকল জাতির মানুষ,
আল্লার আপন প্রজা বনি ইসরাইলর লগে মিলিয়া,
তুমরাও তান তারিফ করো।

১১ হিরবার জবুর শরিফো কওয়া আইছে,

দুনিয়ার হকল জাতিয়ে মাবুদর তারিফ করো,
হকল মানষে তান গুনগান গাও।

১২ আর হজরত ইশায়া নবীয়ে লেখছইন,

যেইন বাদশা দাউদ বিন ইয়াসর খান্দানর মুল খুটি,
হকল জাতির উপরে বাদশাই করার লাগি এইন আইবা,
তান উপরেউ থাকবো হকল মানষর আশা-ভরসা।

১৩ তে দিলর মাজে আশা দেওরা আল্লায় ইমানর বলে, তুমরারে হকল লাখান খুশি-বাসি আর শান্তির মাজে হাবু-ডুবু খাওয়াউক্বা। তেউ আল্লাই পাক রুহর কুদরতিয়ে তুমরার আশা-ভরসা বাইয়া পড়বো।

হজরত পাউলুছর তবলিগ কামর নিয়ম-সূত্র

১৪ ও ভাই অকল, তুমরার বেয়াপারে আমি পুরাপুর বুজরাম, তুমরার দিল খান নেক নিয়তে ভরা আর ছহি-শুদ্ধ ইমানি আখল আছে, যাতে একে-অইন্যরে পরামিশ দিতায় পারো। ১৫ তা-ও কয়েকটা বেয়াপারে আমি তুমরারে মনো করাই দিরাম, আল্লায় আমারে অউ নিয়ামত দিছইন করি, আমি সাওস করি তুমরার গেছে লেখিয়ার, ১৬ ইছা আল-মসীর খাদিম হিসাবে আল্লায় আমারে তুমরার লাখান ভিন জাতি অকলর গেছে পাঠাইছইন। এরলাগিউ তান দেওয়া খুশ-খবরি তবলিগর মাজদি আমি ইমামতির কাম করিয়ার, যাতে অউ ভিন জাতি অকল আল্লার পাক রুহে পবিত্র অইয়া তান দরবারো কবুল অওয়ার জুকা কুরবানি অইন।

১৭ আল্লা পাকর লাগি আমি যে খেজমত করিয়ার, অউ কামর কারনে ইছা আল-মসীর মাজদি আমার বড়াই দেখানির এখতিয়ার আছে।

১৮ আল-মসীয়ে আমার মাজদি যে কাম হাছিল কররা, এর বাইরে কুন্তা মাতিবার সাওস আমার নাই। তাইন আমার মুখর কথা, আমার কাম-কাজ,

১৯ কেরামতি-মোজেজা আর আল্লাই পাক রুহর কুদরতি বলে ভিন জাতি অকলরেদি আল্লার গুলামি করাইছইন। এরলাগিউ আমি আল-মসীর খুশ-

খবরিরে জেরুজালেম থাকি ইলুরিকা পর্যন্ত হকল জাগার মাজে পুরাপুর তবলিগ করছি। ২০ তে যে জাগাত কুনুদিন আল-মসীর খুশ-খবরি তবলিগ

করা অইছে না, হউ জাগাত তবলিগ করাউ আমার জিন্দেগির মুল কাম মনো করি। আমি চাই না আরক জনর গাড়া খুটির উপরে ভর করিয়া ঘর

বানাইতাম। ২১ যেলা আল্লার কালামো আছে,

তান কথা যেরার গেছে জানাইল অইছে না

অখন তারা ইতা দেখবা,

তান বেয়াপারে আগে যেরা হুনছইন না

তারা অখন বুজবা।

হজরত পাউলুছ রোম টাউনো যাওয়ার খিয়াল

তে অউ কারনে আমি বউত বার তুমরার গেছে যাওয়ার পথে বাধা পাইছি। অইন্য জাগাত আমার কাম শেষ না অওয়ায় যাওয়া বন্দ অইগেছে, অইলে অখন তো ইতা জাগাত আমার তবলিগ কাম শেষ, কুনু জাগাউ বাদ রইছে না। আসলে বউত বছর ধরিউ আমার খিয়াল আছিল তুমরার গেছে যাইতাম, এরলাগি অখন স্পেন দেশো যাওয়ার কালো আমি তুমরার গেছে যাইতাম চাইরাম। আমি আশা কররাম, হনো যাওয়ার সময় তুমরার লগে দেখা অইবো, আর খুশি-বাসি করিয়া কয়খান দিন তুমরার লগে কাটাইমু। বাদে স্পেনো যাওয়ার লাগি তুমরাউ আমার বেবস্তা করিয়া দিবায়। অইলে অখন আমি আল্লার পাক বন্দা অকলর মাজে রিলিফ বাটিবার লাগি জেরুজালেম টাউনো যাইরাম। হিনো অভাব-অনটনর মাজে আল্লার যে বন্দা অকল আছইন, তারার গেছে বাটিয়া দিবার লাগি মাকিদনিয়া আর গ্রীস দেশর জমাত অকলে কিছু সাইয্য তুলছইন। তারা খুব খুশি অইয়া ইতা তুলছইন। জানো নি, ই জমাতর ভাই-বইন অকল জেরুজালেম টাউনর আল্লার পাক বন্দা অকলর গেছে রিনি আছইন। কারন আল্লাই বাতুনি নিয়ামতর বাট য়েবলা বনি ইসরাইলর মাজদি ভিন জাতিয়ে পাইছইন, তে ভিন জাতির লাগিও জরুর অইলো, বনি ইসরাইলরে দুনিয়াবি বেয়াপারে সায়-সাইয্য করা। আমার অউ রিলিফ বাটাত গিয়া হারি আমি য়েবলা নিচ্চিত অইমু, ইতা পুরাপুর তারার আতো পৌছি গেছে, অউ সময় আমি তুমরার গেছে অইয়া স্পেন দেশো যাইমু। আমি বুজিয়ার, আমি য়েবলা তুমরার গেছে অইমু, অউ সময় আল-মসীর ষোলআনা রহম-নিয়ামত লইয়া অইমু।

ও ভাই অকল, আল্লার পাক রুহর মহব্বতে আর আমরার মালিক ইছা আল-মসীর নামে আমি তুমরারে খাছ মিনতি করিয়ার, আমার লগে অইয়া তুমরাও আমার লাগি আল্লার দরবারো দোয়া-মুনাজাতর জিহাদ চালাও। দোয়া করিও, এহুদিয়া জিলাত ইছায়ী তরিকার বিরুধি মানষর আত থাকি আমি যানু রেহাই পাই, আর আমার আনা ই রিলিফ খানাইন যানু জেরুজালেম টাউনো আল্লার পাক বন্দা অকলে সমজইন। তেউ আমি খুশি মনে তুমরার গেছে যাইতাম পারমু, তুমরার লগে আরাম-

আয়েশ করমু, ইনশাল্লা। ৩৩ শান্তি দেওরা আল্লা পাক তুমরার লগে লগে রউক্বা। আমিন।

মুমিন অকলরে ছালাম জানানি

১৬

তে অখন আমরার বইন ফৈবি বিবিরে পাঠাইরাম, তাইন অইলা কিংক্রিয়া টাউনর ইছায়ী জমাতর খাদিম, তান বেয়াপারে কইয়ার, ৩৪ আল্লার বন্দা অকলরে যেলা আপন করা জরুর, মালিক ইছার নামে এনরেও অলা আপন মনো করিও। তাইন তো আমারে আর আরো বউত মানষরে সাইয্য করছইন, এরলাগি যেকুনু বেয়াপারে সাইয্য চাইলে, তুমরা তানরে সাইয্য করিও।

৩৫ আমার লগে অইয়া আল-মসীর লাগি যেরা কাম করছইন, অউ ফিছকিলা আর আকিলরে আমার ছালাম জানাইও। ৩৬ আমার জান বাচানির লাগি, তারা নিজরে মউতর আতো সপি দিছলা। খালি আমি নায়, ভিন জাতির মাজর হকল জমাতউ তারার গেছে রিনি। ৩৭ অখন তারার বাড়ির জমাতো আইয়া যেরা শরিক অইন, এরা হকলরেউ আমার ছালাম জানাইও। তুরস্কর আছিয়া এলাকাত হকল পয়লা যেইন আল-মসীরে কবুল করছলা, হউ আপিনিতুছ ভাইরে ছালাম জানাইও, এইন আমার মায়ার মানুষ। ৩৮ আর হউ মরিয়ম বিবিরেও ছালাম জানাইও, যেইন তুমরার লাগি বউত মেনত করছইন। ৩৯ আমার নিজর জাতির মানুষ আন্দ্রনিকুছ আর জুনিয়ারেও ছালাম জানাইও, এরা তো আমার লগে অইয়া জেল খাটিছইন। আল-মসীর সাহাবি অকলর গেছে এরা খুব ইজ্জতি জন, এরা আমার আগে ইমান আনছইন।

৪০ আমার মায়ার মুমিন ভাই আমফিলুছরে ছালাম জানাইও। ৪১ আমরার লগর তবলিগকারি উরবান ভাইরে, আর আমার মায়ার দুস্ত স্তাখিছরেও ছালাম কইও। ৪২ আল-মসীর পরিক্ষাত পাশ করা সিপাই আফিলিছ ভাইরেও ছালাম দিও। ভাই আরিস্তাবুলর বাড়ির হকলরে ছালাম জানাইও। ৪৩ আমার জাতির ভাই হেরোদুনরে ছালাম দিও। মরহুম নাকিছুর বাড়ির যেরা মালিক ইছার উম্মত অইছইন, তারারেও ছালাম জানাইও।

৪৪ তুরফানা আর তুরফাছা বিবিরেও ছালাম দিও। অউ বেটিন্তে মালিক ইছার লাগি বড় মেনত কররা। মায়ার বইন ফাছিয়ারেও ছালাম কইও,

মালিকর লাগি তাইনও বউত মেনত করছইন। ১৩ মালিক ইছার পছন্দর মানুষ রউফ ভাইরে ছালাম দিও, তান আম্মারেও ছালাম কইও, ই বেটি তো আমারও মা। ১৪ ছিংকিরাত, ফিলিগুন, হার্মিছ, ফাতরুব, হের্মাছ আর তারার লগে যতো ইমানদার বন্দা আছইন, এরা হকলরে ছালাম জানাইও। ১৫ ভাই ফিলাগি, জুলিয়া বিবি, নিরিয়াছ আর তান বইনরে, আর অলিম্পাছরে ছালাম কইও, আল্লার যতো বন্দা তারার লগে আছইন এরা হকলরে ছালাম দিও। ১৬ হুনো, তুমরা একে-অইন্যে পবিত্র গলা-গলি করিও। আল-মসীর হকল জমাতর ভাই-বনিন্তে তুমরারে ছালাম জানাইরা।

হজরত পাউলুছর (রা:) বিদায়ি নছিয়ত

১৭ ও ভাই অকল, তুমরারে মিনত করি কইরাম, আগে যেতা তালিম পাইছো, অউ তালিমর উল্টা তালিম দিয়া যেগুইন্তে দলাদলি আর বাধা-বিঘ্নর জনম দেইন, অতার বায় নজর রাখিও, তুমরা ইতার গেছ থাকি হরিয়া রইও। ১৮ কারণ ইতায় আমরার মালিক আল-মসীর গুলামি না করিয়া, তারার পেটর গুলামি করে। মিঠা-মিঠা মাত মাতিয়া আর তেল মালিশ করিয়া সরল-সুজা মানষরে বে-পথি বানায়। ১৯ আর তুমরা যেন আল্লার হুকুম মাফিক চলরায়, ইতা তো হকলেউ জানে, ই খবর হুনিয়া আমিও খুব খুশি অইছি। তে আমি চাইরাম, তুমরা নেক পথে কামিল অও, বদ পথ থাকি বাচিয়া রও। ২০ শান্তি দেওরা আল্লায় ইবলিছ-শয়তানরে খুব জলদি করি তুমরার পাওর তলে ফালাই পিষাইবা।

আমরার মালিক ইছা আল-মসীর রহম-নিয়ামত তুমরার উপরে জারি রউক।

২১ আমার লগে খুশ-খবরি তবলিগ করইন যে তিমথি ভাই, এইন তুমরারে ছালাম জানাইরা। আমার জাতি ভাই লুকিয়াছ, জাছুন আর ছুপাতছেও তুমরারে ছালাম কইরা।

২২ হজরত পাউলুছর বুলি হুনিয়া আমি তর্তিউছ মহরিরে লেখরাম, মালিক ইছার নামে আমিও তুমরারে ছালাম জানাইরাম।

২৩-২৪ আমি পাউলুছ আর জমাতর হকলরে যেইন মেহমানদারি করইন, হউ গউছ ভাইয়ে তুমরারে ছালাম জানাইরা। অউ টাউনর সরকারি কেশিয়র ইরাস্তাছ ভাইয়ে আর মুমিন ভাই কুয়াতুছে তুমরারে ছালাম জানাইরা।

২৫ আল-হামতুলিল্লা, আমি পাউলুছে ইছা আল-মসীর বেয়াপারে যে খুশ-খবরি তবলিগ করি, আল্লা পাকর খেমতা আছে অউ খুশ-খবরির উছিলায় তুমরারে ইমানে থির রাখা। মনো রাখিও, বউত জমানা ধরি আল্লায় তান ই বাতুনি মুনশার কথা লুকাই রাখছিলা, ২৬ অইলে অখন ইতা দুনিয়ার হকল জাতির গেছে জাইর অর। চিরকালিন জিন্দা আল্লার হুকুমে, আগর জমানার নবী অকলে যেতা লেখিয়া রাখছিলা, অতা জাইর অর, যাতে তারা আল-মসীর উপরে ইমান আনিয়া আল্লা পাকর বাইধ্য অইন। এরলাগি অউ খুশ-খবরি অখন তবলিগ করা অর। ২৭ তাইনউ একমাত্র আল্লা, তাইনউ আখলদার, যুগে যুগে চিরকাল ইছা আল-মসীর মাজদি তান তারিফ অউক। আমিন॥